দ্য ভয়েস অব

ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

শারদ-শুভেচ্ছা

‘দ্য ভয়েস অব ওয়াদি’ পত্রিকার সকল গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখকবন্ধু, শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। উৎসবের দিনগুলি আনন্দে কাটান, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করুন।

—সম্পাদক

Vol:7 Issue:45 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৩ আশ্বিন ১৪২৯ শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

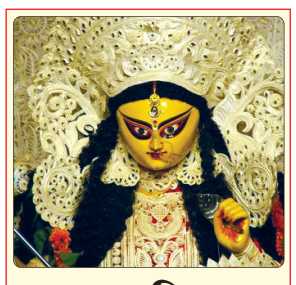

ছুটি

শারদোৎসব উপলক্ষে ‘দ্য ভয়েস অব ওয়াদি’ পত্রিকার সকল বিভাগ বন্ধ থাকার জন্য আগামী ৭ অক্টোবর ২০২২-এর সংস্করণ প্রকাশ হবে না। ১৪ অক্টোবর যথারীতি।

— কর্তৃপক্ষ

এক ঝলকে

হিজাব আন্দোলনে ঝরছে রক্ত

● বাতাসে উড়ছে হিজাব। আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই কাপড়ের টুকরো। প্রকাশ্যে চুল কাটছেন মহিলারা। চুলের মুঠি ধরে নিজেরাই কেটে ফেলছেন চুল। তাঁদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছেন পুরুষরাও। সেই চুল কাটার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন তাঁরা। মাহসা আমিনির নীতি পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুর পর এইভাবে প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্ত করছেন তাঁরা। যে হিজাব ইরানে পরা বাধ্যতামূলক সেই হিজাব তাঁরা উড়িয়েছেন আকাশে।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

গ্রামজুড়ে শুধুই বিষাদের সুর

● মঙ্গলবার সকাল থেকে মহেশতলা এলাকায় শুরু হয়েছে ভাঙন। নদী তীরবর্তী ধুলিয়ান যাওয়ার একমাত্র রাস্তার অর্ধেক তলিয়ে যায় নদীগর্ভে। প্রায় ১০টি বাড়ি তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রাস্তার পাশের জনবসতিপূর্ণ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছে স্থানীয়রা। পুজোর আগে ভাঙনের আতঙ্কে বাড়িঘর ফেলে নিরাপদে যেতে ব্যস্ত গ্রামবাসীরা। গত বছরের আতঙ্ক-স্মৃতি উস্কে দুর্গাপুজোর ঠিক আগেই ফের মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন শুরু।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

মঙ্গল গ্রহে প্রাণের লক্ষণ

● পৃথিবীর বাইরে কোন গ্রহে প্রাণ রয়েছে, তা নিয়ে জোরদার অনুসন্ধান চালিয়ে আসছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল, শুক্র-সহ মহাকাশে বহু রোবট যান পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রাণের সন্ধান আদতে মেলেনি কোথাও। কিন্তু সম্প্রতি নাসার রোভার যে পর্যবেক্ষণ সামনে এনেছে, তাতে বিজ্ঞানীরা মনে করছে নাসার রোভার প্রাণের লক্ষণ খুঁজে দিলেও দিতে পারে। মঙ্গলে প্রাচীন অতীতে একটি হ্রদ ও আগ্নেয়গিরি ছিল।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

তৃণমূল ছেড়ে আইমাতে যোগ!

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের অশনি সংকেত

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃণমূলের কি শেষের শুরু হয়ে গেল? এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রাজননীতির অন্দরে। গত কয়েক মাস ধরে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মানুষ যেভাবে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের দিকে ঝুঁকছেন তাতে কিন্তু সেই প্রবণতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর আগেও চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনের অবসানে এই জেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের পতনের সূত্রপাত হয়েছিল এখানকার নন্দীগ্রাম থেকেই। সুতরাং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এই রাজ্যকে যে আবার পথ দেখাবে না, সে কথা কেউই হলফ করে বলতে পারবেন না।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বাধীনতা সংগ্রামে মাতঙ্গিনী হাজরা উজ্জ্বল করেছেন এই জেলার মুখ। বাংলার রাজনীতিতেও যে এখানকার নেতারা উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রেখেছেন, একটু ইতিহাস ঘাঁটলেই সে কথা জানা যায়। সেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখে এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ছাপ ফেলতে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন (আইমা), এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। তবে আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের থেকে আইমার লড়াইটা যে আলাদা, তা বোঝা যায় এই সংগঠনের গোড়ার দিকে তাকালে। প্রথম থেকেই দুর্নীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করে মানুষের মন জিতে নিয়েছে আইমা। তার পাশাপাশি যে কোনও প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভরসা জোগাতে পেরেছেন আইমার কর্মীরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে থেকে শুরু করে বস্ত্র, কম্বল, উপহার সামগ্রী, আর্থিক সাহায্য নিয়ে মানুষের প্রয়োজনে রাতবিরেতে ছুটে গেছেন সংগঠনের সদস্যরা। ফলে আইমার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি এখানকার মানুষ। তার ওপর বর্তমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের লাগামছাড়া দুর্নীতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। ‘স্বৈরাচারী’ তৃণমূলের হাত ছেড়ে এবার তাই একসঙ্গে প্রায় ৫০ জন তৃণমূলকর্মী আইমার ছাতার তলায় আশ্রয় নিলেন। তাঁদের সাদরে বরণ করে নিলেন আইমা নেতৃত্ব। গত ২৬ সেপ্টেম্বর সোমবার জেলার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত গোপালনগর অঞ্চলের কেশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বুথ থেকেই প্রায় ৫০ জন তৃণমূলকর্মী আইমাতে যোগদান করেন।

এর পর দুয়ের পাতায়

পিএফআই নিষিদ্ধ, আরএসএস নয় কেন?

প্রশ্ন বিরোধী দলগুলোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশজুড়ে দুদিন ধরে এনআইএ অভিযান চালানোর পর অবশেষে নিষিদ্ধ করা হল জনপ্রিয় সামাজিক সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই)-কে। বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল পিএফআই এবং এসডিপিআইকে হয়তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে (ইউএপিএ) পিএফআই-সহ আরও আটটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। পিএফআই ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে সিএফআই, অল ইন্ডিয়া ইমাম কাউন্সিল, রিহ্যাব ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল উইমেন্স ফ্রন্টও। এই সংগঠনগুলোকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রায় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন। আরএসএস-বিজেপি যে চক্রান্ত করে দেশের মুসলিমদের কোণঠাসা করতে চাইছে, এমন অভিযোগ করেছে দেশের একাধিক মানবাধিকার সংগঠন।

এদিকে পিএফআইকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে বিজেপিকে তোপ দেগেছে কংগ্রেস, সিপিআইএম-সহ দেশের অন্য বিরোধী দলগুলোও। মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তীব্র সমালোচনা করেছে তারা। তাদের মতে, পিএফআইকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আরএসএসকেও নিষিদ্ধ করতে হবে। কারণ, দেশে ঘৃণা ছড়ানো, দাঙ্গা বাধানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে আরএসএস। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কেরালার কংগ্রেস নেতা তথা ওই রাজ্যের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ চেন্নিথালা বলেন, “আরএসএসকেও একইভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত।” এই সংগঠন দেশে ঘৃণা ছড়িয়ে সমাজে বিভেদ ছড়ানোর চেষ্টা করছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, কংগ্রেস সবসময় সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে এসেছে।

অন্যদিকে কেরল সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক এম ভি গোবিন্দন আরএসএসকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আরএসএসকে আগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক। যদি চরমপন্থী সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করতে হয়, তাহলে আরএসএসকে আগে নিষিদ্ধ করা হোক। কিন্তু ওরা কি আরএসএসকে নিষিদ্ধ করবে?” একই সুর শোনা যায় ওই রাজ্যে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের গলাতেও।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আতস কাচের নীচে ছিল। জঙ্গিদের মদত দেওয়া, দেশে ইসলামিক সরকার প্রতিষ্ঠা, বেআইনি কার্যকলাপ-সহ তাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনা হয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইয়ের পক্ষ থেকে। তারপরেই পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয় এই সংগঠনকে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন আরএসএসকেও নিষিদ্ধ করার দাবি জোরদার হচ্ছে দেশজুড়ে। কেননা, স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই এই উগ্রবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মদত দেওয়া, দাঙ্গা বাধানো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা, বেআইনি অস্ত্র প্রশিক্ষণ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানোর মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। তাহলে কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? কেন নিষিদ্ধ করা হবে না তাদের? বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন দেশের সাধারণ মানুষেরও।

২৪-এ কংগ্রেসের হাত ধরবে তৃণমূল

নির্বাচনের আগে বার্তা শারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪-এর লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস কি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবে? নাকি তৃণমূল অন্যান্য আঞ্চলিক দলকে নিয়ে আলাদা জোট করার ভাবনায় অবিচল থাকবে? নির্বাচনের ২০ মাস আগেও জল্পনার শেষ নেই। এরই মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বয়ান দিলেন এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার। তাঁর বয়ানে জোট-ভবিষ্যৎ নিয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি!

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যেমন হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে ঘুঁটি সাজাচ্ছে, তেমনই বিরোধীরাও কোমর বাঁধছে। বিরোধী নেতৃত্ব একত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কুর্সি থেকে সরাতে মরিয়া। কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দল চাইছে একজোট হয়ে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে। সেজন্য তারা বিভিন্ন আঞ্চলিক দলকে নিয়ে চলতে প্রস্তুত। কিন্তু বেঁকে বসেছে কিছু কিছু আঞ্চলিক দল। তার মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্যই বাংলার তৃণমূল। বাংলার শাসক দলের সঙ্গে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে নেমে গিয়েছে। এই অবস্থায় দুটি দল একসঙ্গে চলবে কী করে, তা নিয়ে রয়েছে বড় প্রশ্ন চিহ্ন। তবে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার এক আশাব্যাঞ্জক বার্তা দিয়েছেন বিরোধীদের জন্য। জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধীদের অন্যতম প্রধান মুখ এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার বলেন, অতীত নিয়ে পড়ে না থেকে কংগ্রেস ও তৃণমূল উভয় পক্ষই বৃহত্তর স্বার্থে হাত ধরাধরি করে হাঁটবে।

কংগ্রেস ও তৃণমূল বিরোধী দলগুলির সঙ্গে জোট গঠন করতে প্রস্তুত হবে। তিনি আরও বলেন, আমার বিশ্বাস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে জোট গড়তে নিজেই আগ্রহী হবেন।

এনসিপি প্রধান বলেন, সাম্প্রতিক অতীতে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক খুব একটা ভালো না থাকলেও সমস্ত কিছু ভুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের হাত ধরবেন ২০২৪-এর নির্বাচনে। বাংলার ভোটের সময় কংগ্রেসের অংশগ্রহণ বিজেপির সুবিধা করে দেবে বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও, তা ভুলে জাতীয় পরিসরের কথা চিন্তা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোট গঠন করতে প্রস্তুত হবেন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল ভোট জয়লাভ করে ক্ষমতায় বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে ত্রিপুরা ও গোয়ার মতো রাজ্যে তৃণমূল তৎপর হয়ে ওঠে। এবং কংগ্রেসের বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ার চেষ্টা করে। বিজেপিকে অনেকটাই সুবিধা করে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকবারই জোট প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস উত্থাপন করেছে মমতার অবস্থান বিজেপিপন্থী।

এর পর দুয়ের পাতায়

সোমালিয়ায় বছরের পর বছর খরার কারণে বহু মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে। টানা চারটি বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টি হয়নি এখানেএখানে। বিশেষজ্ঞরা পূর্বাভাস দিয়েছেন এবছরও বৃষ্টির দেখা মিলবে না। জলের উৎসগুলোও শুকিয়ে গেছে। যেখানে মিলছে জল সেখানেই ঘাঁটি গাড়ছে অসহায় মানুষজন।

তৃণমূলে ভাঙন জুজু, বাজিমাতের প্ল্যান বিজেপির

২০১৯-এর ফ্ল্যাশব্যাক ২০২৪-এ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি ঠিক একই তাস খেলেছিল। তৃণমূলকে ভাঙন জুজু দেখিয়ে নির্বাচনী ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছিল। মুকুল রায়কে দিয়ে তৃণমূলীদের ভাঙিয়ে ২০১৯-এ মোদীর হাত শক্ত করেছিল বাংলা থেকে। তারপর একুশে গোহারা হয়ে ২০২৪-এর আগে ফের সেই ভাঙন-জুজু দেখানোর পথই বেছে নিল বিজেপি।

২০২৪ যত এগিয়ে আসছে ততই সিবিআই-ইডিকে সক্রিয় করে তৃণমূলকে ভাঙন-জুজু দেখানো শুরু করেছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপি সদ্য তৃণমূল ছেড়ে আসা মিঠুন চক্রবর্তীকে দিয়ে বারবার বলাচ্ছে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন তৃণমূলের ২১ জন বিধায়ক। ইতিমধ্যে দু'বার রাজ্য সফরে এসে দু'বার তাঁর বলা হয়ে গিয়েছে তা। এবার এই সংখ্যা নিয়ে নানা মতপার্থক্য তৈরি করা হচ্ছে।

বিজেপি নেতারা তৃণমূলের ঘর ভাঙতে বিধায়ক সংখ্যা নিয়ে নানা মন্তব্য করে চলেছেন। মিঠুন চক্রবর্তী যখন সংখ্যাটা ২১-এই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তখন জল্পনার জাল বিছোতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি আবার তা বাড়িয়ে ৪১ করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি সরকারের পতনের বার্তাও দিয়েছেন। এরপর অবশ্য মিঠুন বলেন, ৩৮ জন টাচে আছেন, তাদের মধ্যে ২১ জন সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

মিঠুনের ২১ জন বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ বার্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ আবার বলেছেন, জানি না কারা মিঠুনদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, সেটা মিঠুনদাই বলতে পারবেন। তবে তৃণমূলে যে অনেকে থাকতে চাইছেন না, তা স্পষ্ট। তৃণমূল কংগ্রেসে ২০২৪-এর আগে এক প্রস্থ ভাঙন ধরানোই বিজেপির লক্ষ্য, তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ২০১৯-এর আগে তৃণমূলের শক্তিক্ষয় করে ফায়দা তুলতে সম্ভবপর হয়েছিল বিজেপি। তৃণমূলকে ভেঙে বিজেপি ২ থেকে বেড়ে ১৮ হয়েছিল বঙ্গে। তারপর আওয়াজ উঠেছিল পরিবর্তনের। কিন্তু বহু আকাঙ্খিত সেই পরিবর্তন আনতে পারেনি বিজেপি। একুশে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বিজেপির বিজয়রথ। তৃণমূলের ভেঙে অর্ধেক করে দিলেও বাংলার মানুষ মুখ ফেরায়নি। শুভেন্দুদের নিয়েও তাই বিজেপি ক্ষমতা দখলের ধারে-কাছে পৌঁছতে পারেনি। তারপর থেকে বিজেপিতে রক্তক্ষরণ হয়েই চলেছে। একের পর এক নেতা-বিধায়ক বিজেপি ছেড়েছেন। তাঁরা ভিড় করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসে। আর তার ফলশ্রুতিতে উপনির্বাচন হোক বা পুর নির্বাচনে জয়ের রেকর্ড তৈরি করে চলেছে তৃণমূল। বিজেপি স্রেফ উড়ে গিয়েছে। আবার পঞ্চায়েত ভোট আসছে। আসছে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে। তার আগে বিজেপি আবার পুরনো খেলা শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি চাইছে তৃণমূলকে ভেঙে ফের রাজ্যে বড় ফায়দা তুলতে।

বিজেপির মোকাবিলায় সিপিএমকে ডাক কংগ্রেসের

নয়া সমীকরণ তৈরি হচ্ছে ত্রিপুরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোনও রাখঢাক করলেন না, সোজাসাপ্টা আহ্বান জানালেন, আসুন, আমরা একসঙ্গে বিজেপির মোকাবিলা করি। বিজেপি ছেড়ে সদ্য কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছেন। বিধায়কও নির্বাচিত হয়েছেন। তারপরই কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সিপিএমের সঙ্গে জোট গড়ার আহ্বান জানালেন। ফলে বিজেপিকে হারাতে ফের কংগ্রেস-সিপিএম জোট সম্ভাবনা তৈরি হল ত্রিপুরায়।

২০২৩ সালের প্রথমেই ত্রিপুরায় ভোট। তাই কাউন্টডাউন একপ্রকাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বিজেপি শাসনের অবসান চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন, এ রাজ্যের মানুষকে সুশাসন দিতে হলে সবার আগে হঠাতে হবে বিজেপিকে। তাই বিরোধী ভোট ভাগ না করে কংগ্রেস ও সিপিএমের জোটবদ্ধ হওয়ার সওয়াল করেন সুদীপ। সুদীপের কথায়, এমন কিছু করা উচিত নয়, যা বিজেপিকে ফের লাইফলাইন দিতে পারে। এ রাজ্যের মানুষের মন থেকে সরে গিয়েছে বিজেপি। এখন শুধু বিভাজন ঘটিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় থাকতে চাইছে। আমাদের সেই বিভাজন রুখতে হবে। তাহলেই বিজেপি হার মানবে। আর ত্রিপুরার মানুষও সন্ত্রাসমুক্ত হবে, আবার উন্নয়নের দিশা খুঁজে পাবে।

সুদীপ রায় বর্মন আরও বলেন, বামদলগুলিও সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নিয়ে চলে। কংগ্রেসের সঙ্গে এই নীতিতে তাঁরাও এক। তাহলে কেন বিজেপিকে রুখতে তাঁরা কংগ্রেসের হাত ধরবে না? কংগ্রেসের মতো সিপিএমও বিজেপি-বিরোধী। তাই বিজেপি-বিরোধী ধর্ম-নিরপেক্ষ শক্তিগুলোর যখন এক হওয়ার প্রয়োজন তারা কেন আসবে না এক মঞ্চে? সুদীপ রায় বর্মন বলেন, বিজেপি একটা ফ্যাসীবাদী দল। এর ক্ষমতায় থাকতে শুধু বিভাজনে লিপ্ত হয়। কোনও উন্নয়নমূলক অ্যাজেন্ডা এদের নেই। মানুষের আশা আকাঙ্খাপূরণে একমাত্র বিকল্প সরকার দিতে পারে কংগ্রেস।

এর পর দুয়ের পাতায়

হিজাব বিরোধী প্রতিবাদে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে

বিরত থাকার আর্জি রাষ্ট্রসঙ্ঘের

হিজাব আন্দোলনে প্রতিবাদীদের ইতালীয় লোকসংগীতই অস্ত্র ইরানে

তেহরান: হিজাব বিরোধী আন্দোলনে ফুঁসছে ইরান। রাজধানী তেহেরান-সহ দেশের একাধিক প্রদেশে পথে নেমে চলছে আন্দোলন। প্রতিবাদীদের উপর গুলিও চালিয়েছে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী। তাতে ভয় পাওয়া তো দূরে থাক, এতটুকুও ক্ষোভ কমছে না ইরানির মহিলাদের। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকে সংগঠিত রাখতে গত শতকের ইতালীয় লোকসংগীতকে অস্ত্র করছেন প্রতিবাদীরা। ইরানের রাস্তায় শোনা যাচ্ছে 'বেলা চাও, বেলা চাও'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ফ্যাসিবাদ বিরোধী লোকসংগীতগুলির মধ্যে ইতালিতে অন্যতম জনপ্রিয় গান ছিল এটি। 'বেলা চাও' শধবন্ধের অর্থ 'বিদায় সুন্দরী'। বাধ্যতামূলক হিজাব পরা বন্ধ করতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

হিজাব নিয়ে 'নীতি পুলিশির' জেরে ১৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় উত্তর-পশ্চিম ইরানের বাসিন্দা বছর ২২-র মাসা আমিনির। তাঁর মৃত্যুর পরই ইরানজুড়ে হিজাব নিয়ে শুরু হয়েছে আন্দোলন। বাধ্যতামূলকভাবে হিজাব পরার আইন বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদীরা তেহেরানের রাস্তায় জড়ো হন। সেখানে তাঁদের চিৎকার করে স্লোগান দিতে দেখা গিয়েছে। 'হিজাব নয়, স্বাধীনতা ও সাম্য চাই', এই ভাষাতেই স্লোগান দেন তাঁরা। পাশাপাশি, অনেক ইরানি মহিলা তাঁদের চুল কেটে ফেলেও সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

কীভাবে মৃত্যু হয়েছে বছর ২২-র মাসা আমিনির? সম্প্রতি হিজাব না পরে রাস্তায় বের হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে প্রকাশ্যে হেনস্থা করেন কয়েকজন। পরে ওই তরুণীকে আটক করে ইরানের পুলিশ। মাসার পরিবারের অভিযোগ, হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর উপর অত্যাচার চালানো হয়। ফলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সেই অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ে ওই তরুণী কোমায় চলে যান। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁদের। এর পরই মাসার পরিবারের তরফে নীতি পুলিশির অভিযোগ তোলা হয়। মাসাকে আটক করার পর পুলিশ কর্মীরা তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল বলেও দাবি করেছেন তাঁরা। যদিও ইরান সরকারের দাবি, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার। এর মধ্যে আবার নতুন বিতর্কে জড়িয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি।

সবাইকে সংযম থাকার আবেদন জানিয়েছেন। নিউ ইয়র্কের সাংবাদিকদের দুজারিক বলেছেন, 'ইরানে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অত্যধিক শক্তি প্রয়োগের ফলে একাধিক জনের মৃত্যু ও আহত হওয়ার খবরে আমরা উদ্বিগ্ন।' 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে সম্মান করার জন্য কর্তৃপক্ষদের আহ্বান করছি।' ইরানের এই পরিস্থিতি প্রতিবাদীদের সমর্থনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে আমেরিকা। মার্কিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্টোনিও গুতেরাস। গুতেরাসের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক জানিয়েছেন, তিনি এই পরিস্থিতি উত্তাল হওয়া থেকে সম্মান করবে।' প্রতিবাদীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন টেসলা সিইও ইলন মাস্ক। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা বিক্ষোভ-সমাবেশ শেষে ইরানের শান্তিপ্রিয় জনতার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যারা দেশে দাঙ্গা বাধায়, পবিত্র কুরআন অবমাননা করে, মসজিদ ও জাতীয় পতাকায় অগ্নিসংযোগ করে, নারীর সতীত্ব ও হিজাবের অবমাননা করে, দেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের শহীদ করে তারা আসলে শত্রুর উস্কানিতে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

তালিবানি অত্যাচার!

আফগানিস্তান ছেড়ে ভারতে এলেন ৫৫ শিখ

বিশেষ প্রতিনিধি: আমেরিকা সেনা প্রত্যাহার করার পর আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে তালিবান। তখন সে দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং মানবাধিকারের বিষয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি শোনা গিয়েছিল তালিবান নেতৃত্বের মুখে। সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের একাধিক চিত্র উঠে এসেছে গত এক বছরে। আফগানিস্তানে বসবাসকারী শিখদের ভারতে চলে আসার ঘটনায় তালিবানের রাজত্বে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতার চিত্র ফের ধরা পড়েছে। আফগানিস্তান ছেড়ে দিল্লি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছেন ৫৫ জন আফগান শিখ। তালিবানদের অত্যাচার থেকে বাঁচতেই ভারতে চলে এসেছেন বলে দাবি করেছেন তাঁরা। এমনকী শিখ দের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহিব সে দেশ থেকে আনতে দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন ভারতে আসা ওই আফগান শিখরা।

আফগান শিখদের কাছে থাকা ধর্মগ্রন্থের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্য রয়েছে। তা আনতে গেলে তালিবানের তরফে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওই আফগান শিখদের। তালিবান কর্তৃপক্ষের দাবি, এই ধর্মগ্রন্থ আফগানিস্তানের ঐতিহ্যের সাক্ষী। তাই তা নিয়ে যাওয়া হবে না।

কাবুল থেকে বিশেষ বিমানে রবিবার দিল্লি এসে পৌঁছেছেন ওই আফগান শিখরা। ৫৫ জন আফগান শিখের সঙ্গে দিল্লি বিমানবন্দরে দেখা করেন রাজ্যসভার সদস্য বিক্রমজিৎ সিং সাহানি। আফগান ফেরত শিখরা জানিয়েছেন, তাঁদের সম্প্রদায়ের ৩০-৩৫ জন সদস্য এখনও রয়েছে আফগানিস্তানে। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ভালো নয় বলে জানিয়েছেন তাঁরা। বলজিৎ সিং নামের আফগান ফেরত এক শিখ বলেছেন, ''আফগানিস্তানে আমাকে চার মাস জেলবন্দি করে রেখেছিল। তালিবান আমাদের ঠকিয়েছে। জেলে থাকার সময় ওরা আমার চুল কেটে নিয়েছে। ভারতে ফিরতে পেরে আমি খুবই খুশি।'' তালিবানি অভ্যুত্থানের আগে আফগানিস্তানে প্রায় ৭০০ শিখ থাকতেন। তালিবানের ক্ষমতা দখল শুরু হতেই ভারতে চলে আসেন অনেকে। তার পরও কিছু শিখ থেকে গিয়েছিলেন সে দেশে। কিন্তু তাঁরাও বেশিদিন থাকতে পারলেন না তালিবানি রাজত্বে। বাধ্য হয়ে ভারতে ফিরে এলেন তাঁরা।

বিবিধ

দ্য জয়েস অব আইমা

বিজেপির হাতছাড়া আরও এক বিধায়ক

বিশেষ প্রতিনিধি: যত নির্বাচন এগিয়ে আসছে, ততই বিজেপির কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়ছে। চিন্তা বাড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপির ভাঙন। নির্বাচনের মুখ বিজেপি ত্যাগ করলেন বিধায়ক। এবার বিজেপিতে ভাঙন ধরিয়ে খেলা ঘুরিয়ে দিলেন টিপ্রা মোথার প্রদ্যোৎ মাণিক্য দেব বর্মন। বিজেপি বিধায়ক বুর্ব মোহন ঠিক ভোটের আগে দল ছাড়লেন।

বিজেপি ছেড়ে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নতুন দল টিপ্রা মোথাও যোগ দিতে চলেছেন বিজেপি বিধায়ক বুর্ব মোহন। বুর্ব মোহনের দলত্যাগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে গেরুয়া শিবিরে। সূত্রের খবর ওই বিধায়ক যোগ দেবেন টিপ্রামোথায়। ফলে আদিবাসী মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এবার ভোটে টিপ্রা মোথা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। টিপ্রামোথা সম্প্রতি আদিবাসী স্বশাসিত পর্ষদের ভোটে জয়ী হয়েছে। আদিবাসী এলাকায় তাঁদের প্রভাব বেশি। ফলে আদিবাসী মহল্লায় তারা জয়ী হয়েছেন। সেখানে তাদের শক্তি আরও বাড়ল। আদিবাসী বিধায়ক বুর্ব মোহনের পদত্যাগের সময় হাজির ছিলেন প্রদ্যোৎ মাণিক্য দেব বর্মাও। ফলে স্বাভাবিতভাবেই মনে করা হচ্ছে বিধায়ক বুর্ব মোহন যোগ দিতে পারেন টিপ্রামোথায়।

২০২৩-এর শুরুতেই ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু তার আগে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে একের পর এক ধাক্কা খেয়ে চলেছে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট। স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা হংস কুমার টিপ্রামোথায় যোগ দিয়েছেন মাস খানেক আগে। এবার বিধায়ক বুর্ব মোহন যোগ দিলেন প্রদ্যোৎ মাণিক্য দেববর্মার দলে। হংস কুমার একা নন, তিনি তিন হাজার পরিবারের প্রায় সাড়ে ৬ হাজার কর্মী-সমর্থককে নিয়ে বিজেপি ছেড়ে টিপ্রামোথায় যোগ দেন। তিনি রাজ পরিবারের সদস্য টিপ্রা মোথার প্রধান প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বর্মার হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন। আর বিজেপিতে এই ভাঙনের মূলে তাঁদের যুক্তি ছিল, গত বছর অগাস্ট মাসে বিজেপিকে বাঁচাতে একটি কর্মিসভা হয়ষ সেখানে ৫ বিজেপি বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন প্রত্যেক বিধানসভার পাঁচ-সাতজন করে নেতা। তাঁরা কেউ বলেননি বিজেপি ও ত্রিপুরা সরকার ভালো কাজ করছে, তাই আমরা বিজেপি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ওই সভায় ছিলেন সুদীপ রায় বর্মন, আশিস সাহা, আশিস দাস, দিবা চন্দ্র রাংখল ও বুর্ব মোহন। ছিলেন প্রায় দুই শতাধিক নেতা-কর্মী। সেখানে পাঁচ বিধায়কও মত প্রকাশ করেন, বিজেপি সরকার একেবারেই ভালো কাজ করছে না। বিজেপির পতন আসন্ন। আগেই সুদীপ রায়ন বর্মন ও আশিস সাহা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। আশিস দাস গিয়েছিলেন তৃণমূলে। তবে তিনি তৃণমূল ছেড়ে এখন নতুন দল বেছে নেননি। এবার বুর্ব মোহন যোগ দিলেন টিপ্রামোথায়।

পুলিশকর্তা সুমিত বিশ্বাসের হাত ধরে শিক্ষার অঙ্গনে ফিরল মিনারুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বছর বারোর মিনারুল সেখ। কিছুদিন আগেই হারিয়েছে বাবা কচি শেখকে। অভাবের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরনো অবস্থা। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই সংসার চালানোর তাগিদে বইপত্র গুটিয়ে মিনারুলকে বেছে নিতে হয় ছোলা-বাদাম বিক্রির পেশাকে। লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও যে সামর্থ্য নেই। কিন্তু বিধি বোধহয় তার ওপর বাম হয়ে থাকতে পারেননি। তাই হাজারো ভিড়ের মধ্যে মিনারুলকে খুঁজে নেন মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানার মানবদরদী পুলিশ অফিসার সুমিত বিশ্বাস। মিনারুলের কাছ থেকে সবকিছু জেনে তাকে আবার শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনেন তিনি। এমনকী তার পড়াশোনার সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করেছেন সুমিতবাবু। প্রশাসনিক কাজকর্মের পাশাপাশি সমাজসেবার কাজেও সমান উৎসাহী তিনি। সুমিতবাবুর এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

তিনি বলেন, ''সুমিত বিশ্বাসের মতো মানুষদের জন্যই আজ মানবতা বেঁচে আছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এঁরাই সবচেয়ে বড় উদাহরণ।'' রাজনীতির নোংরা কারবারীদের হিন্দু-মুসলমান না করে বরং সুমিতবাবুদের মতো প্রকৃত সমাজসেবী হবার আহ্বান জানান আইমা সুপ্রিমো। পাশাপাশি মিনারুলের জন্য যে আইমা দরজা সবসময় খোলা আছে সে কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি।

উন্নতমানের মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র পেল ইউক্রেন

বিশেষ প্রতিনিধি: আমেরিকা থেকে উন্নতমানের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে ইউক্রেন। এই ধরনের অস্ত্র পাওয়ার পরে চলমান সংঘাত আরও বাড়বে বলে রাশিয়া বারবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা সত্ত্বেও আমেরিকা এই উন্নতমানের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সরবরাহ করল। ইউক্রেনের

প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন যে, তার দেশ আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাডভান্সড সারফেইস টু ইয়ার মিসাইল সিস্টেম হাতে পেয়েছে। ভূমিভিত্তিক এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা স্বল্প থেকে মধ্যম পাল্লায় ব্যবহার করা যায়। সাক্ষাতকারে জেলেনস্কি বলেন, আমি প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে, তিনি এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সরবরাহের ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়া ইউক্রেনকে বিভিন্ন ধরনের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানান প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে এবং এ পর্যন্ত রুশ হামলা মোকাবেলার জন্য ইউক্রেনকে আমেরিকা স্বল্প ও মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি দীর্ঘ পালার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছে। এ সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার ভেতরে হামলা চালানোর জন্য বিভিন্ন সময় ব্যবহার করেছে ইউক্রেন। এত অস্ত্র দেওয়ার পরেও প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বারবার দাবি করছেন যে, এ সমস্ত অস্ত্র তাদের চাহিদার তুলনায় খুবই কম। এর এক সপ্তাহ আগে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভরভ বলেছেন, আমেরিকা ও তার মিত্ররা ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করে মূলত চলমান যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করছে।

কংগ্রেসের হাত ধরবে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সেক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী আঞ্চলিক দলকে নিয়ে জোটের কথাই বলেছেন। কংগ্রেসকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখছিলেন তাঁর অঙ্ক থেকে। এই অবস্থায় কংগ্রেস বা সিপিএমের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোট নিয়ে সবসময় সংশয় রয়ে গিয়েছে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। বিহারে বিজেপি সঙ্গ ত্যাগ করে নীতীশকুমার চলে এসেছেন মহাজোটের দিকে। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে এক মঞ্চে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, লোকসভা ভোটের পর রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলি জোট করলে পরাস্ত হবে বিজেপি।

তৃণমূল ছেড়ে আইমাতে যোগ!

প্রথম পাতার পর

আইমা প্রধান সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা তৃণমূল ছেড়ে আইমাতে নাম লেখান। আইমা সম্পাদক রুহুল আমিন সাহেব ওই কর্মীদের আইমাতে স্বাগত জানিয়েছেন। এইসব কর্মীদের যোগদানে ওই অঞ্চলে আইমার সংগঠন যেমন মজবুত হল, তেমনই পঞ্চায়েত ভোটের আগে সংগঠনের নেতৃত্ব বাড়তি অক্সিজেন পেলেন বলে মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা।

এই মুহূর্তে বাংলার রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের যে অবস্থান তাতে সাধারণ মানুষ বিকল্প হিসাবে আইমাকে চাইছেন। কারণ আইমা মুসলিমদের কোনও সংগঠন নয়। মেহনতি, খেটে খাওয়া, সর্বহারা মানুষদের আশ্রয়স্থল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের মঞ্চ। তাই হিন্দু-মুসলিম সকলেই বিকল্প হিসাবে আইমাকে পছন্দ করছেন। তাঁরা চাইছেন, এই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আবার ইতিহাস তৈরি করুক বাংলার রাজনীতিতে। আর তা হোক আইমার হাত ধরেই।

বিজেপির মোকাবিলায় সিপিএমকে ডাক কংগ্রেসের

প্রথম পাতার পর

তাই বিজেপি-বিরোধী শক্তি উচিত কংগ্রেসের হাত শক্ত করা। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক সমীকরণ এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে, একা বিজেপিকে পরাজিত করা কংগ্রেসের সাধ্য নেই। তাই জোট আহ্বান জানান কংগ্রেস বিধায়ক।

এদিন ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সভামঞ্চে বিজেপি, সিপিএম ও তৃণমূল ছেড়ে ৩ হাজারেরও বিশ কর্মী-সমর্থক দলে যোগ দেন। সুদীপ রায় বর্মনরা কংগ্রেসে ফিরে আসার পর ফের জোয়ার এসেছে গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টিতে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে থেকেই কংগ্রেসে ক্ষয়রোগ শুরু হয়েছিল। এখন আবার কংগ্রেস উত্তররণের ডাক শুনতে পাচ্ছে। ফের পুরনোরা ফিরছেন কংগ্রেসে।

লোগো বিতরণ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমা টোটো-ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৫ সেপ্টেম্বর রবিবার মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমা টোটো-ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়ন কর্তৃক নাম্বার প্লেট ও লোগো বিতরণসভা। দিনকয়েক আগেই নাম্বার প্লেট ও লোগো বিতরণকে কেন্দ্র করে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল মহিষাদল ব্লক আইমার পক্ষ থেকে। সেখানে আলোচিত হয়, কীভাবে এই কাজ সম্পন্ন করা হবে সেসব বিষয়ে। এদিনের এই আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল ১) আইমার ছাত্র ইউনিয়ন, ২) আইমা মহিষাদল টোটো ইউনিয়ন, ৩) আইমা কাপাসএড়্যা টোটো ইউনিয়ন, ৪) নন্দকুমার আইমা টোটো ইউনিয়ন, ৫) কাপাসএড়্যা ধর্মগোলা আইমা টোটো ইউনিয়ন, ৬) বটতলা রাজারামপুর আইমা টোটো ইউনিয়ন, ৭) কাপাসএড়্যা কাঞ্চনপুর আইমা টোটো ইউনিয়ন, ৮) নামালক্ষ্যা আইমা টোটো ইউনিয়ন-সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সকল ইঞ্জিনভ্যান ও টোটো ইউনিয়নগুলো। এইসব ইউনিয়নের সদস্যদের হাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা টোটো-ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নাম্বার প্লেট ও লোগো তুলে দেওয়া হয়। এই মহতী কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার প্রায় সকলস্তরের নেতৃবৃন্দ।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর সোমবার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের অন্তর্গত সাবলয়াড়া আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৩তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হল। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর আইমার প্রাক্তন সম্পাদক হাজি জামসেদ আলি, জেলা নেতৃত্ব ডাঃ বিশ্বনাথ ঘড়া, রাজা সাহেব-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের উদ্যোগে চিমুটিয়ায় আইমার নতুন বুথ কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৫ সেপ্টেম্বর রবিবার আইমার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের উদ্যোগে শান্তিপুর-১ নম্বর অঞ্চলের চিমুটিয়া গ্রামে একটি নতুন বুথ কমিটি গঠিত হল। এরই পাশাপাশি এদিন সংগঠনের ওই অঞ্চলের নতুন সদস্যদের নিয়ে একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক আইমার নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নবনির্মিত বুথ কমিটির সদস্যরা। আগামীদিনে কীভাবে আইমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, কীভাবে সংগঠনের কাজে জোয়ার আসবে সে বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

মহিষাদল ব্লকের ইটামগড়ায় আইমার নতুন যুব কমিটি গঠন ও আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত ইটামগড়া অঞ্চলের কর্মীদের নিয়ে সম্প্রতি গঠিত হল সংগঠনের আর একটি নতুন যুব ইউনিট কমিটি। কমিটি গঠনের পাশাপাশি সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। এই মুহূর্তে আইমার কাজের পরিধি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে বাংলার রাজনৈতিক আঙিনায় আইমা একটা উল্লেখ্যযোগ্য স্থান দখল করবে বলেই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। কারণ আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান অনেক আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন পাঁশকুড়া পুরভোট এবং আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট থেকেই নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে নামবেন আইমার কর্মীরা। আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা সরাসরি এইসব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। আর এখানেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। ফলে সেই আতঙ্ক থেকেই তাঁরা আইমার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছেন অনবরত। একের পর এক মিথ্যা রটনা করছেন আইমার নামে, এমনটাই অভিযোগ।

সামনে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তে খুব বেশি দেরি নেই। শাসকদলের শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন আইমা প্রধান। সেই ডাক শুনে দলে দলে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন আইমার প্ল্যাটফর্মে। প্রত্যেকটি অঞ্চলের মানুষ বিকল্প চাইছেন। চাইছেন এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বদল হোক। আইমা নেতৃত্ব সাধারণ মানুষকে বিচলিত না হবার জন্য অনুরোধ করছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন গড়া হবে বলে। সেই লক্ষ্যেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সরাসরি রাজনৈতিক আঙিনায় পা রাখতে চলেছে। মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত ইটামগড়া অঞ্চলের কর্মীদের নিয়ে গঠিত হওয়া আইমার নতুন যুব কমিটি সেই লক্ষ্যেরই ফলশ্রুতি।

তবে যেহেতু আইমা একটা অরাজনৈতিক সংগঠন সেহেতু সরাসরি রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামবে না। ফলে কর্মীদের মধ্যে যাতে এ নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ায় তাই সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান জানিয়েছেন আইমা মনোনীত দল বা নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করে নির্বাচনী ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে। এদিকে আইমার নবগঠিত যুব ইউনিটের সদস্যরা জানিয়েছেন তাঁরা আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করে চলবেন। তাঁর আদেশকে শিরোধার্য করে তা পালনের জন্য বদ্ধপরিকর থাকবেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমা-সহ সম্পাদক মহিন মল্লিক ও আসমত আলি। সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সদস্য তথা সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় কর্মী সাদ্দাম আলি খান, মহিষাদল ব্লক আইমার সম্পাদক আবদুল মুজিদ, যুব নেতৃত্ব হোসেন মহম্মদ প্রমুখ। এছাড়াও অনান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে তাঁদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন। সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন আইমার মহিষাদল ব্লক নেতৃত্ব সেখ রাইনাল।

আইমার কুর্নিশ

ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান দখল করল ক্ষুদে প্রতিযোগী পশ্চিম মেদিনীপুরের বনপুরার সেখ মুস্তাফিজুর রহমান। কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তার হাতে ব্রোঞ্জ পদক তুলে দেওয়া হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, অনূর্ধ্ব-৯ বছরের বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিল মুস্তাফিজুর।

আগাছা পরিষ্কারে হাত লাগালেন কাষ্ঠখালি আইমা ইউনিটের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই রাজ্যে তৃণমূল দল তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাদের মধ্যে একটা গা-জোয়ারি মনোভাব কাজ করছে। একদিকে যেমন আপাদমস্তক তারা দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে, অন্যদিকে উন্নয়নের অবস্থা তথৈবচ। ফলে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। নেতাদের অহংবোধে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন মানুষ। কিন্তু এসবের মাঝেও নিজেদের কাজটা ঠিকভাবে করে যাচ্ছেন আইমার কর্মীরা। তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। বরং সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁরা। যে কাজ করার কথা সরকারি প্রশাসনের, সেই কাজের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন আইমার সদস্যরা। আর সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন সরকারি কর্মীরা। এলাকার জন প্রতিনিধিদেরও টিকির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আইমার কর্মীরা নিজেরাই নেমে পড়েছেন কোমর বেঁধে। হলদিয়া ব্লকের অন্তর্গত কাষ্ঠখালি

গ্রামে বর্ষার এই সময়জুড়ে রাস্তার দুপাশ আগাছায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মানুষের পথ চলা দায় হয়ে পড়েছে। অথচ কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই স্থানীয় পঞ্চায়েতের। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই আগাছা পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়লেন হলদিয়া ব্লকের কাষ্ঠখালি আইমা ইউনিটের কর্মীরা। তাঁদের এই উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে সাধারণ মানুষের। উল্টোদিকে সরকারি প্রশাসনের ওপর জন্মেছে বিতৃষ্ণা। আগামী নির্বাচনে তাঁদের সেই মনোভাব ভোটবক্সে প্রতিফলিত হবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সিদ্ধা-১ আইমা ইউনিটের উদ্যোগে নতুন কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত সিদ্ধা-১ আইমা ইউনিটের একনিষ্ঠ কর্মী সেখ মাসুম আক্তার (শিল্টু) ও সেখ মতি পাখিরার উদ্যোগে এবং সংগঠনের জেলা সহ সম্পাদক সুলতান আলি ও আইমার কোলাঘাট ব্লকের সম্পাদক, সভাপতি এবং নেতৃত্বদের প্রচেষ্টায় একটি কমিটি কমিটি গঠন করা হয়। সিদ্ধা-১ আইমা ইউনিটের যুব সদস্যরা একসঙ্গে মিলেমিশে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের তৈরি করা সংগঠনের ছায়ায় থেকে আগামীদিনে তাঁর নির্দেশমতো কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আইমার এই যুব সৈনিকরা

গঠন করা হল সম্প্রতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিদ্ধা-১ আইমা ইউনিটের দুটি বুথের সদস্যদের নিয়ে এই তাদের জন্য সেবামূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অঙ্গীকার করেন।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পবিত্র ওমরাহ হজ্জ পালনের জন্য সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তার আগে আইমার সদর দফতরে এসে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন আইমার বিভিন্ন ইউনিটের যুব সৈনিকবৃন্দ।

সিদ্ধা বাজার আইমা ইউনিটের বুথ কমিটি গঠন ও পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোনও সংগঠন যখন আড়ে ও বহরে বৃদ্ধি পায় তখন তাদের দায়িত্ব বেড়ে যায় বহুগুণ। প্রয়োজন হয় বুথ থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের। তবে মূল লক্ষ্য থাকে বুথ কমিটির প্রতি। কারণ এই কমিটিগুলোই হল যে কোনও সংগঠনের আসল ভিত। যা সংগঠনের চালিকা শক্তি হিসাবেই কাজ করে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এমনই এক সংগঠন, যার পরিধি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ফলে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে নতুন বুথ কমিটি গঠনের। এবং নিয়মিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই কমিটিগুলো পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

একইসঙ্গে বুথ কমিটি গঠনের পাশাপাশি সাংগঠনিক পর্যালোচনা সভারও আয়োজন করা হচ্ছে সংগঠনের তরফ থেকে। কারণ পর্যালোচনা সভা থেকেই সংগঠনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো উঠে আসে, যা মেরামতের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। সেই কথা মাথায় রেখে এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত সিদ্ধা-১ অঞ্চলের সিদ্ধা বাজার আইমা ইউনিটের স্থানীয় বুথ কমিটি গঠন করা হল সম্প্রতি। তার সঙ্গে একটি সাংগঠনিক পর্যালোচনা সভার করা হয়েছিল ওই অঞ্চলের আইমা নেতৃত্বের উদ্যোগে। সেখানে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও কথা হয়। ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে বুথস্তরে কীভাবে সংগঠনকে শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে মত বিনিময় করেন উপস্থিত সদস্যরা।

২৫ সেপ্টেম্বর রবিবার আইমা হেড কোয়ার্টার প্রতাপপুর দরবার শরিফে পাঁশকুড়া ব্লক আইমার সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সঙ্গে সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

গড় পুরুষোত্তমপুরে আইমার উদ্যোগে চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে কাজ করে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। তা নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে বহুবার। কিন্তু থেমে নেই আইমার কাজ। বরং সংগঠনের পরিধি যত বাড়ছে ততই তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ছে সামাজিক কর্মকাণ্ডের বহর। এর আগেও আইমার বিভিন্ন ইউনিটের উদ্যোগে বিনামূল্যে

সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল। এবার সংগঠনের উদ্যোগে পাঁশকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত গড় পুরুষোত্তমপুরের ১৫ নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হল ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। সেখানেই প্রায় ৫০ জন মানুষকে বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ওই অঞ্চলের সদস্যরা। তাঁদের তৎপরতায় অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এই কর্মসূচি পালিত হল। পরিষেবা পেয়ে অত্যন্ত খুশি ক্যাম্পে আসা মানুষজন।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর রবিবার ময়না ব্লকের অন্তর্গত জোড়াপুকুরে আইমার একটি নতুন ইউনিট গঠিত হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন ওই ব্লকের আইমার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা ব্লকের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর বাজার সংলগ্ন সুপার মার্কেটের শুভ উদ্বোধন করলেন আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

পাঁশকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ২৮৮ নম্বর বুথে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল সম্প্রতি। পাশাপাশি ওই বুথে একটি নতুন কমিটিও গঠন হল।

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুস্থ ও বিধবা মহিলাদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হল বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে। তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে খুশি আইমার কর্মীরাও।

ওড়িশার পটিয়া আইমা ইউনিটের উদ্যোগে বিদ্যুৎ সংযোগ পেল বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন যেখানে, মুশকিল আসান সেখানে।' এমনই একটা স্লোগান স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ইদানীং ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এই স্লোগান যে শুধুমাত্র মুখের কথা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল আমাদের পাশের রাজ্য ওড়িশার পটিয়া আইমা ইউনিটের কর্মকাণ্ডে। সেখানকার শিখরচণ্ডীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে পড়াশোনা করে গরিব ও অনাথ শিশুরা। কিন্তু বিদ্যালয়ের অবস্থান প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ার জন্য প্রায়শই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ-সহ পড়ুয়াদের। তার মধ্যে মূল সমস্যা হল বিদ্যুতের। অনেক বাচ্চা এখানে পড়াশোনা করে। ফলে বিদ্যুতের প্রয়োজন শুরু থেকেই রয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও কিছুতেই বিদ্যুতের সংযোগ পাচ্ছিলেন না। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে তাঁরা আইমার দ্বারস্থ হন। সহযোগিতা কামনা করেন আইমা নেতৃত্বের। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে সংগঠনের পটিয়া ইউনিটের নেতৃবৃন্দ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপে করেন। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় ওই বিদ্যালয়ে। আইমার এই কাজে যার পর নাই খুশি ওই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁরা আইমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানিয়েছেন সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে। যাঁর নীতি ও আদর্শকে পাথেয় করে সংগঠনের সদস্যরা মানবসেবার এমন মহৎ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন বার বার।

সিদ্ধা-২ অঞ্চল আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিষেবা মানুষকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৬ সেপ্টেম্বর সোমবার সিদ্ধা-২ অঞ্চলের অন্তর্গত দাসঠাকুর পাড়াতে ভোটার ও আধার কার্ড সংযুক্তিকরণের একটি ক্যাম্প করা হয় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে এগিয়ে আসেন আইমার কর্মীরা। এই ক্যাম্প থেকে প্রায় ৪০ জনকে পরিষেবা দেওয়া হয়। আইমার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে এমন পরিষেবা পেয়ে অত্যন্ত খুশি তাঁরা। আইমা সম্পাদক রুহুল আমিন ভাইজানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংগঠনের দীর্ঘায়ু কামনা করেন তাঁরা।

পাঁশকুড়ায় আইমার উদ্যোগে বিনামূল্যে ভোটার-আধার সংযুক্তিকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সমাজসেবামূলক কাজে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন যেভাবে প্রতিনিয়ত ছাপ ফেলে চলেছে তার কোনও তুলনা চলে না। আইমার তুলনা একমাত্র আইমার সঙ্গেই হতে পারে। সংগঠনের সমাজসেবার কাজ বিভিন্ন ধারায় প্রসারিত। শীতকালে বস্ত্র বিতরণ বা বন্যার সময় ত্রাণ বিতরণের মতো দুয়েকটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নেই আইমা কর্মধারা। এর বাইরে ঢের বিষয় রয়েছে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা করার জন্য, যে কাজগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব এবং আনন্দের সঙ্গে করেন আইমার সৈনিকরা। সংগঠনের কর্ণধার তথা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান যে মত ও পথের দিশা দিয়েছেন আইমার সৈনিকদের জন্য, তা শুধু সময়োপযোগীই নয়, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন বুঝে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও এই মত ও পথের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই মানুষের প্রয়োজনে তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন আইমার কর্মীরা। কেন্দ্র সরকার থেকে জানানো হয়েছে কেউ চাইলে তাঁর ভোটার কার্ডকে আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করে নিতে পারেন। যদিও এটা বাধ্যতামূলক নয় বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে। তবে এ বিষয়ে মানুষের আগ্রহের কথা ভেবে গত ২২ সেপ্টেম্বর আইমার কর্মীরা পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত মুরাইল-মহম্মদপুর গ্রামে স্থানীয় মানুষেদের ভোটার ও আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণের জন্য ফ্রি ক্যাম্পিং-এর ব্যবস্থা করলেন। জানা গিয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরেই চলবে বিনামূল্যে এই পরিষেবা প্রদানের কাজ। আইমার পক্ষ থেকে পরিষেবা নিতে আসা মানুষদের জন্য সুষ্ঠুভাবে সেবাদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে ক্যাম্পে আসা মানুষজন অত্যন্ত খুশি। তাঁরা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে। পাশাপাশি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন পরিষেবা দানকারী আইমার কর্মীদের।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি ০ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ ০ ১৩ আশ্বিন ১৪২৯ ০ শুক্রবার

কংগ্রেসের সুদিন ফেরাতে পারবেন অ-গান্ধীরা !

শতাব্দী প্রাচীন একটি রাজনৈতিক দলের বর্তমান করুণ অবস্থা দেখলে সত্যিই মায়া হয়। ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ কূটনীতিক অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমের হাত ধরে যেভাবে জাতীয় কংগ্রেস দলটি ভারতের রাজনীতিতে ডানা মেলেছিল, আজ ১৩৭ বছর পর তাদের হাল অত্যন্ত শোচনীয়। এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দলটি চলেছে, যে পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোনও পথ আপাতত জানা নেই কংগ্রেস নেতাদের। একদিকে হুড়মুড়িয়ে করে দল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন একের পর এক হেভিওয়েট নেতা, অন্যদিকে দলের মধ্যেই তৈরি হয়েছে একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। যারা জি-২৩ নামে পরিচিত। এর বাইরে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা ঘটছে তা হল, ধীরে ধীরে মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলছে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা পালন করা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামক দলটি।

আসলে কংগ্রেসের মূল সমস্যাটা হল গান্ধী পরিবারের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়া। সভাপতি হিসাবে সোনিয়া গান্ধী দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করলেও এই সময়ের মধ্যে উপযুক্ত কোনও নেতা তৈরি করতে পারল না তারা, যিনি দলের কঠিন অবস্থায় হাল ধরে সবাইকে নিয়ে একসাথে চলবেন। ফলে অসুস্থ সোনিয়াকেই অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হিসাবে দলটাকে পরিচালনা করতে হচ্ছে ঢিমেতালে। মোদী জমানার প্রথম পর্বে দলের সভাপতি হিসাবে রাহুল গান্ধী দায়িত্ব নিলেও ভোটের ময়দানে চূড়ান্ত ফ্লপ তিনি। হয়তো সেই হতাশা থেকেই সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, এ কম্ম তাঁর দ্বারা হবার নয়।

সম্প্রতি কংগ্রেস দলে সিদ্ধান্ত হয়েছে গান্ধী পরিবারের বাইরে থেকে কাউকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হবে। সিদ্ধান্তটা সঠিক হলেও তা নিতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কারণ এর মধ্যেই কপিল সিব্বল, সুনীল জাখর, গুলাম নবি আজাদ এবং আরও অনেক তাবড় নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। জি-২৩ গোষ্ঠী যারা দলের সংস্কারের পক্ষে ছিল তাদের অবস্থাও টলমল। এই গোষ্ঠীর কেউ কেউ বেসুরো গেয়ে আবার গান্ধীদের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছেন। মোট কথা গান্ধী পরিবার-নির্ভরশীলতা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছেন না তাঁরা। আর এই ব্যাপারটাকেই খুব চাতুরির সঙ্গে কাজে লাগাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। বাজপেয়ীর আমলে তারা সোনিয়া গান্ধীকে কথায় কথায় 'বিদেশি' বলে আক্রমণ করত। এখন করে পরিবারতন্ত্র নিয়ে। তাদের মতে কংগ্রেস দলটা গান্ধীরাই চালায়। তার থেকেও বড় সমস্যার সম্মুখীন শত বছরের পুরনো এই দলটি। সেই সমস্যা হল গোষ্ঠী-কোন্দল। কংগ্রেস এখন বহুধা বিভক্ত। অর্থাৎ বহু গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ফলে, এই মুহূর্তে গান্ধী পরিবারের হাত থেকে দলের রাশ যদি বাইরের কারও হাতে যায়, তবুও গোষ্ঠী-কোন্দল সামাল দেওয়া যাবে না, উল্টে কোন্দল আরও বাড়বে। আগামী নির্বাচনগুলোতে যার প্রভাব পড়তে বাধ্য। অতএব চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত স্থিতিশীলতা বজায় রাখা-ই বুদ্ধিমানের কাজ হত। কিন্তু ইতিমধ্যেই সভাপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। একদা বিক্ষুব্ধ, বর্তমানে সোনিয়ার ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত শশী থারুর সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটও সভাপতি নির্বাচনে লড়াই করার জন্য নিজের নাম ঘোষণা করেছেন। কমলনাথ এবং দিগ্বিজয় সিংরাও লাইনে আছেন। সময়ের সাথে সাথে আরও নাম হয়তো এই প্রক্রিয়ায় জুড়বে। সভাপতি হিসাবে একজন নির্বাচিত হয়েও যাবেন। কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে সবার মধ্যে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আটকানো। আদৌ কি গান্ধীদের বাইরের কেউ কংগ্রেসের সুদিন ফিরিয়ে আনতে পারবেন?

● ● ● ● ● ●

জীবন বদলের বাণী

সর্বদা সত্যতার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। মিথ্যাকে প্রশ্রয় নয় কখনই। নিজের প্রতি সর্বদা সৎ থাকতে হবে। নিজের প্রতি সৎ হলে সারা বিশ্বের প্রতি কেউ অসৎ হতে পারবে না। *—নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু*

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষকে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবে— আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য প্রদান করিনি? আমি কি তোমাকে ঠান্ডা পানি পান করতে দিইনি? *—তিরমিযী*

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খুব কাছের বন্ধুর মতো হওয়া উচিত। সমাজে নারীদের অগ্রগতি কতটা হয়েছে তার বিচার করেই একটি জাতির অগ্রগতি বিচার করা উচিত। *— ভীমরাও আম্বেদকর*

যে আজকের দিনটিকে গতকালের চেয়ে বেশি কাজে লাগাতে পারল না, সে উন্নতি করতে পারে না। যার দুটি দিন একই রকম কাটল, সে ক্ষতিগ্রস্ত হল। *—আল হাদিস*

শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য-ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়। *—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কাজী সামসুল আলম

তিনি যেমন জ্ঞানের সাগর ছিলেন, তেমনি ছিলেন দয়ার সাগর। সারাজীবন মানুষের কল্যাণের জন্য দান করে গেছেন, কেউ কেউ তাঁকে দানসাগর বলেও অভিহিত করেন। তিনি বিদ্যার্থীকে বিদ্যা, দরিদ্রজনকে অর্থ, অসুস্থকে ঔষধ, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করেছেন। সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় বৃত্তির টাকায় জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত ছাত্রদের বস্ত্র কিনে দিতেন। পরবর্তীকালে বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছেলেরা স্কুলে আসত মলিন জীর্ণ পোষাক পরে, তাদের নতুন বস্ত্র কিনে দিতেন।

গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভালো খাবো ভালো পরিব বলিয়া উৎপাত করে না। গোপাল আপনার ছোট ভাই-ভগিনীগুলিকে বড় ভালোবাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায়ে হাত তুলে না। এ কারণে তার পিতা মাতা তাকে অতিশয় ভালবাসেন।

উপরের এই লেখাটি আমরা শিশুকালে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পড়েছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে। তিনি আমাদের বাংলা ভাষাকে খুব সহজ করে পড়তে শিখিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে আরও মিষ্টি করে লিখতে শিখিয়েছেন। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ছাড়া তাঁর লেখা বাংলা ভাষার বিখ্যাত যে বইগুলি বাংলা সাহিত্যকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করেছিল সেগুলি হল— বোধোদয়, কথামালা, পাঠমালা, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, আখ্যানমঞ্জরী, বেতাল পঞ্চবিংশতি, ভ্রান্তিবিলাস ইত্যাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় যে শুধু বিদ্যাসাগর ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন, দয়ার সাগর। সমাজের শিক্ষা বিস্তারে তাঁর যেমন অবদান আছে তেমনি সমাজের বিভিন্ন কাজে তিনি তাঁর অবদান রেখে গেছেন।

এবার আমরা তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কথা জানার চেষ্টা করব ।

শিশু ও কিশোরকাল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়, মায়ের নাম ভগবতী দেবী। বিদ্যাসাগরের জন্ম ইংরেজি ১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর এবং বাংলা ১২২৭ সনের ১২ই আশ্বিন। তিনি হুগলি জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ১৮৭২ সালে সেটি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। মেদিনীপুর জেলা আবার ২০০২ সালে ভাগ হয়ে দুটো জেলা হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে বীরসিংহ গ্রামটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আওতাভুক্ত হয়েছে।

পাঁচ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে কুলীন ব্রাহ্মণ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি আট বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় তিন বছর লেখাপড়া করেন। এরপর আট বছর বয়সে অর্থাৎ ইংরেজি ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে পিতা ঠাকুরদাস ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চললেন। তখন কলকাতা যেতে হলে হেঁটে যেতে হত। পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ছাড়া ছিলেন পাঠশালার শিক্ষক কালীকান্ত চাটুজ্জে এবং একজন ভৃত্য আনন্দরাম গুটি।

শিয়াখালা, সালিখার বাঁধা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র রাস্তার পাশের ইংরেজিতে লেখা মাইল ফলক দেখে বাবাকে জিজ্ঞেস করতে করতে তিনি ইংরেজি সংখ্যার অক্ষর শিখে ফেললেন।

তখন কলকাতায় থাকতেন জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে। সেখানেই ছেলেকে নিয়ে এলেন ঠাকুরদাস। সেই বাড়ির কাছাকাছি শিবচরণ মল্লিকের বাড়িতে স্বরূপচন্দ্রের পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র পড়াশুনা করেন। তারপর অসুখ হয়ে যাওয়ায় বাড়ি ফিরে যান। পরে ১৮২৯ সালের মে মাসে আবার কলকাতায় এসে কিছুদিন পর ১লা জুন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন।

বাবা যে দোকানে হিসাব-পত্তরের কাজ করতেন, সেখান থেকে ফিরতে প্রায় রাত হয়ে যেত। পিতা ফিরলে তবেই রান্না শুরু হত। রান্না শেষ হলে রাত্রের খাওয়া হত। শিশু ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যা থেকে পড়তে পড়তে এমনি কাহিল হয়ে পড়তেন, তার উপর বাবা আসার পর আবার পড়তে হত, তখন তিনি আরও কাহিল হয়ে পড়তেন। মাঝে মাঝে বাবা বাসায় ফিরে আসার আগে ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়তেন। বাবা ঘুম থেকে তুলে ছেলেকে খুব প্রহার করতেন। বাবা প্রতিদিন পুত্রের পড়া ধরতেন, পড়া মুখস্থ না বলতে পারলেও তিনি প্রহার করতেন। বাবার হাত থেকে রক্ষা পেতে তিনি চোখে সরষের তেল ঘষে জেগে থাকার চেষ্টা করে পড়া করতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্থ খুব কঠিন ছিল। চোখ জ্বালা করছে, চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে তবু তিনি পড়া মুখস্থ করে চলেছেন। এইভাবে অধ্যাবসায়ের ফলে প্রতি বছর পরীক্ষায় ভালো ফল করতে শুরু করলেন। সেজন্য কলেজ থেকে ভালো ভালো বই পুরস্কার হিসাবে পেতে শুরু করলেন। নগদ টাকার পুরস্কারও পেলেন। এবার ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের থেকে পড়ার উৎসাহ এসে গেল। এরপর নিজেই বাবাকে বলে ভোরে উঠে পাঠাভ্যাস শুরু করলেন।

রাত্রে বাবা এসে রাতের রান্না করলেও দিনে ঈশ্বরচন্দ্র রান্না করতেন। সেই সময় মেজভাই দীনবন্ধু এবং আরও এক দুজন তাঁদের সঙ্গে থাকতেন, তাঁদের সবাইকে খাইয়ে তবে কলেজে যেতেন। তবে সবদিন যে পেট ভরে আহার জুটত এমনটা নয়। কলেজে অন্য ছেলেদের থেকে পিছিয়ে যাওয়ার ভয়ে রান্না করতে করতেও বই খুলে রেখে পড়া করে নিতেন।

মোট বারো বছর সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনার পর ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের সার্টিফিকেট পান। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত বিষয়ের সব বিভাগের পাঠ নেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, বেদান্ত, ধর্ম গ্রন্থ, দর্শন সহ সব বিভাগেই ভালো ফল করেন। প্রতি বছর ভালো রেজাল্টের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পেতে শুরু করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য নগদ টাকার পুরস্কার পান। ১৮৩৯ সালে দর্শনশাস্ত্রে ভালো ফলের জন্য ১০০টাকা ও সংস্কৃত পদ্য লিখে ১০০ টাকা পান। ১৮৪১ সালে ন্যায় পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য পান ১০০ টাকা।

মাত্র আঠারো বছর বয়েসে হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় পাস করে ঈশ্বরচন্দ্র ত্রিপুরায় জজ পণ্ডিতের চাকরি পেয়ে যান। কিন্তু পিতার মত না থাকায় সেই চাকরি তিনি করেননি।

সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্রেরা পড়তে পড়তেই নামের শেষে বিভিন্ন উপাধি ব্যবহার করতে পারতেন, যেমন বিদ্যারত্ন, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যানিধি এবং কবিরত্ন। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে পড়তে পড়তেই বিদ্যাসাগর উপাধিটিকে পছন্দ করে নামের শেষে ব্যবহার করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে এই উপাধি নেওয়া সম্পর্কে ন্যায়গতি তর্করত্ন বলেছিলেন, এই উপাধি সংস্কৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই হইতে পারে সত্য, তবে আজকের দিনে বিদ্যাসাগর বলিলে কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করিয়া থাকে।

যৌবনকাল

সংস্কৃত কলেজ থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার কয়েকদিন পরেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে চাকরির ডাক পেলেন। ১৮৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এই কলেজের বাংলা বিভাগে সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হলেন। ইংল্যান্ড থেকে যেসব ইংরেজ এদেশে চাকরি করতে আসতেন, তাঁদেরকে এ দেশীয় ভাষা শেখাতেন তিনি। মাসিক মাইনে ছিল ৫০ টাকা।

চারবছর চাকরি করার পর ১৮৪৬ সালের ৩রা এপ্রিল এই কলেজের চাকরি ছেড়ে দিলেন। দু দিন পর ৬ এপ্রিল তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসাবে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে কাজে যোগ দিলেন। এখানে এক বছর তিন মাস কাজ করার পর আবার পুরনো জায়গায় ফিরে গেলেন এবারে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ্যর পদে। এবারে বেতন আশি টাকা। কিছু দিন পরে ১৮৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কাজে দেওয়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চাকরি ছেড়ে দিলেন। দেড় মাস পরেই ১৮৫১ সালের ২২ শে জানুয়ারি অধ্যাপক থেকে তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পেলেন। বেতন আশি টাকা থেকে বেড়ে হল ১৫০ টাকা। প্রায় সাত বছর এই পদে কাজ করার পর ১৮৫৮ সালের ৫ আগস্ট পদত্যাগপত্র জমা দেন এবং তা গৃহীত হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন তিনি অনেক নিয়ম বদলে দিয়েছিলেন। সেগুলি হল—

- ব্রাহ্মণ, বৈশ্য সম্প্রদায়ের সন্তান ছাড়াও সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তান ভর্তি হতে পারবে।
- আগে অষ্টমী ও প্রতিপদ তিথিতে কলেজ ছুটি থাকত, তিনি প্রতি রবিবার ছুটি চালু করলেন।
- ছাত্রদের ভর্তি ফি ও মাস মাইনে দিতে হত না। উনি ভর্তি ফি ও মাস মাইনে চালু করলেন যাতে করে ছাত্ররা আগের মতো যখন খুশি এই কলেজ ছেড়ে অন্য কলেজে যেতে না পারে।
- সংস্কৃতের কঠিন ভাষার ব্যাকরণ পড়ানো বন্ধ করে সহজ সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ানো শুরু করালেন।
- ইংরেজি শেখা জরুরি মনে করে ঐচ্ছিক ইংরেজি তুলে দিয়ে আবশ্যিক ইংরেজি পড়া চালু করলেন।

বাংলায় শিক্ষার উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যাবলী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন বাঙালি ছাত্রদের জন্য ভালো বাংলা বইয়ের অভাব। তাই তিনি নিজেই সহজ ভাষায় নানা বই লিখতে শুরু করেন। সরকারিভাবে ছাড়াও নিজে বই ছাপানোর প্রেস স্থাপন করার উদ্যোগী হলেন। অভিন্ন হৃদয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকারের সহযোগিতায় সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি প্রেস চালু করলেন। সেখানে নিজের ও বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বই ছাপানো হ'ত।

সেই সময় ইংরেজ সরকার এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পরামর্শ মেনে চলত, তাঁর পরিকল্পনা মতো স্কুল কলেজে বাংলা ভাষাতেই ভূগোল, গণিত, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি পড়ানো শুরু হয়।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি দক্ষিণবঙ্গের সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে সরকারি চাকরি করেছেন। ১৮৫৫ সালের ১লা মে থেকে ১৮৫৮ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পদে থাকাকালীন সরকারি প্রকল্প অনুযায়ী নিয়ম নীতি মেনে জেলায় জেলায় বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করেন। সেই মতো শুরুতেই হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর— এই চার জেলাতে মোট কুড়িটি সরকারি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সরকারি সাহায্য পাবেন এই আশায় আরও ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু সরকার এই বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন দিতে অস্বীকার করায় তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে পদত্যাগ করেন। তবে এই বালিকা বিদ্যালয়গুলি চালু রাখার জন্য তিনি নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে অর্থ সংগ্রহ শুরু করেন এবং নিজেও অনেক সহযোগিতা করেন।

আগেকার দিনে বাল্যকালে কন্যাসন্তানদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হ'ত। পাত্রের বয়স তখব বিবেচনা করা হত না। অনেক ক্ষেত্রেই অনেয় বয়স্ক পাত্রের হাতে পিতা কন্যাদান করতেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই শিশু, কিশোরী, অল্প বয়সী রমনীরা বিধবা হয়ে যেতেন। ঈশ্বরচন্দ্র অনুভব করেছিলেন তঅল্প বয়সে বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। ১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর যে আশঙ্কা করে লিখেছিলেন এবং মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন সেই বাল্যবিবাহ রোধ আইন তৈরি হল ১৯২৯ সালে। এই আইনে পাত্রের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর এবং পাত্রীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর করা হল।

আগেকার দিনে বিধবাদের পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা ছিল না। তৎকালীন হিন্দু সমাজে বিধবাদের বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৫০ সাল থেকে লাগাতার লেখালেখির ফলে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। মাস পাঁচেক পরে ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ইয়ং বেঙ্গলদের তত্ত্বাবধানে রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়িতে রামধন তর্কবাগীশের পুত্র মুর্শিদাবাদের জজপণ্ডিত পদাভিষিক্ত শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে লক্ষীমণি নামের বিধবা কন্যা কালীমতি দেবীর বিয়েই প্রথম বিধবাবিবাহ বলে উল্লেখ আছে। এমনকী, তিনি বিধবা ভবসুন্দরীর সঙ্গে নিজের পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিয়ে দিয়েছিলেন ১৮৭০ সালের ১১ আগস্ট ।

সেই সময় হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। বহুবিবাহ হিন্দু সমাজে একটি ক্ষতিকারক দিক বলে মনে করে বারাণসীবাসী রাজা দেবনারায়ণ সিংহের বিরুদ্ধে গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন জমা করেন ১৮৬৩ সালের ২৩শে আগস্ট। কিন্তু সরকার হিন্দু সমাজের সংস্কারের বিষয়ে মাথা ঘামাতে চায়নি। এছাড়া সমাজের মান্যগণরা এই বহু বিধবা রদের বিরুদ্ধে ছিলেন। এরপর বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে পুনরায় সরকারের কাছে আবেদন করেন ১৮৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি। নানা লেখালেখি, সমাজের বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করেও বিদ্যাসাগর জীবদ্দশায় এই আইন পাস করাতে পারেননি। প্রায় একশো বছর পর ১৯৫৫ সালের ২৮শে মে হিন্দু বিবাহ আইন পাস হয়। এই আইনেই বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দয়ারসাগর

মন মানসিকতায় তিনি অত্যন্ত জেদি এবং কঠিন প্রকৃতির হলেও তাঁর হৃদয়ে কোমলতা ছিল ফুলের পাপড়ির মতো। কারও দুঃখ বেদনার কথা জানতে পারলে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধরনের মানুষের অভাব কষ্টের সময় পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরা হল।

- প্রখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেনের বিএ পরীক্ষার মাস তিনেক আগে তাঁর পিতা যখন মারা যান তখন তিনি সাহায্যের জন্য ছাত্র দরদী বিদ্যাসাগরের কাছে গেলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর কথা শুনে তাঁর মাসে মাসের খরচ জুগিয়ে গেলেন। সেই নবীন সেন পরবর্তীতে বড় চাকরি পেয়েছেন, কবি হিসাবে নাম-যশ হয়েছে। তিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ পলাশির যুদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন। সেখানেই তিনিই প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দয়ারসাগর বলে অভিহিত করেছিলেন।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্যারিসে এবং ভার্সাই শহরে গিয়ে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিদারুণ অর্থাভাবে পড়েন। ঋণের দায়ে জেলে যাবার উপক্রম। তিনি বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখলেন। বিদ্যাসাগর পত্র পেয়েই ১৮৬৪ সালের ২রা আগস্ট দেড় হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। পরে আবার ধার করে আরও কুড়ি হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। মাইকেল তাঁকে করুণার সিন্ধু বলে বর্ণনা করলেন।

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু।

পথে ঘাটে এমনি নানান মানুষকে অর্থ সাহায্য করতেন। তবে এই সাহায্যের কথা কাউকে জানতে দিতেন না। যাদের সাহায্য করতেন তাঁদের আলাদা আলাদা সময়ে ডাকতেন, পাছে কেউ কারওটা জানতে না পারে। যাদেরকে মাসোহারা পাঠাতেন, সঠিক সময়ে তা দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি এ দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। মানুষ অন্ন খাদ্যের জন্য হাহাকার শুরু করে দিল। সেই সময় বিদ্যাসাগর তাঁর বীরসিংহ গ্রামে অন্নদান করার ব্যবস্থা করলেন। প্রতিদিন বারোজন লোক রান্না করত, কুড়িজন লোক পরিবেশন করত। আশে পাশের গরিব দুখি মেয়েরাও খেতে আসত। তাদের মাথায় রুক্ষ চুল দেখে মাথায় তেলের ব্যবস্থা করলেন। বহু মানুষকে অনাহারে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছিলেন। সেখানকার দীন দরিদ্র মানুষেরা তাঁকে দয়ার সাগর বলে ডাকতে শুরু করল।

বস্ত্রসাগর

তিনি যেমন জ্ঞানের সাগর ছিলেন, তেমনি ছিলেন দয়ার সাগর। তিনি সারাজীবন মানুষের কল্যাণের জন্য দান করে গেছেন, কেউ কেউ তাঁকে দানসাগর বলেও অভিহিত করেন। তিনি বিদ্যার্থীকে বিদ্যা, দরিদ্রজনকে অর্থ, অসুস্থকে ঔষধ, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করেছেন। সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় বৃত্তির টাকায় জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত ছাত্রদের বস্ত্র কিনে দিতেন। পরবর্তীকালে বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছেলেরা স্কুলে আসত মলিন জীর্ণ পোষাক পরে, তাদের নতুন বস্ত্র কিনে দিতেন। দুর্গাপূজাতে বীরসিংহ গ্রামে যেতেন। বহু মানুষকে বস্ত্র দান করতেন। জঙ্গলমহলের সাঁওতালদের জন্য শীতকালে বস্ত্র বিতরণ করতেন। এত এত টাকার বস্ত্র কিনে বিতরণ করতেন যে, তাঁতি থেকে বস্ত্র ব্যবসায়ী সকলেই বিদ্যাসাগরকে চিনতেন । তাঁরাই তাঁকে বস্ত্র সাগর বলে সম্বোধন করতেন বলে শোনা গেছে।

তিনি পিতামাতাকে দেব দেবী জ্ঞানে ভক্তি করতেন। পিতা ঠাকুরদাস স্বেচ্ছায় শেষ বয়সে বারাণসীতে জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিয়মিত পিতার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। মাতা ভগবতী দেবী কাশীতে ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল দেহত্যাগ করেন এবং পিতা ১৮৭৬ সালের ১২ই এপ্রিল সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

১৮৬৯ সালে বর্ধমানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

স্ত্রী দীনময়ী দেবীর মৃত্যু হয় ১৮৮৮ সালের ১৩ ই আগস্ট ।

১৮৯০ সালের ১৪ই এপ্রিল বীরসিংহে মায়ের নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের নাম বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়।

১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনাবসান হয় ।

জানা-অজানা

২৩০ বছরে পা দেওয়া কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেট বিশ্বের প্রাচীনতম

ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে তাইওয়ানে চিনের আগ্রাসী মনোভাব। ইউরোপ হোক বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, সাম্প্রতিক অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহের জেরে ভারতকে কাছে পেতে মরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই কারণেই নয়াদিল্লির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বাড়িয়ে চলেছে ওয়াশিংটন। কিন্তু ইতিহাস বলছে এদেশের বর্তমান রাজধানী নয়, মার্কিনিদের প্রথম পছন্দ ছিল কলকাতা। স্বাধীনতার পরপরই এখানে কনস্যুলেটের অফিস খুলেছিল তাঁরা। এদেশে খোলা মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের সেটাই সবচেয়ে প্রাচীন কার্যালয়ে। শুধু তাই তাই, গোটা বিশ্বের মধ্যেই প্রাচীনতম কনস্যুলেটের অফিস এটি। ২৩০ বছর পেরিয়েও যা ২১ শতকেও স্বমহিমায় বিরাজমান।

বর্তমানে কলকাতার হো-চি-মিন সরণিতে রয়েছে মার্কিন কনস্যুলেটের অফিস। নথি বলছে, ১৮ শতকে প্রতিষ্ঠা হয় এই কার্যালয়ের। সালটা ছিল ১৭৯২। তারিখ ১৯ নভেম্বর। আমেরিকা তখন সদ্য স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। প্রেসিডেন্টের আসনে কিংবদন্তি জর্জ ওয়াশিংটন। খবর পেলেন, ভারতবর্ষকে ধীরে ধীরে কব্জা করে নিচ্ছে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আর তাঁদের কাজকর্ম চলে কলকাতা থেকে। সেখানে থেকে আবার আমেরিকার বিরুদ্ধে নতুন কোনও চক্রান্ত করা হচ্ছে না তো? প্রমাদ গুণলেন ওয়াশিংটন। সিদ্ধান্ত নিলেন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন এদেশের রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে। পাশাপাশি, বুঝতে হবে কোম্পানির মতিগতি। সেই কারণেই তিলোত্তমার বুকে কনস্যুলেটের অফিস খোলার

সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল আরও একজনের হাত। তিনি তৎকালীন মার্কিন বিদেশ সচিব টমাস জেফারসন। ওয়াশিংটনকে কলকাতায় কনস্যুলেটের অফিস খোলার জন্য পরিমর্শ দিয়েছিলেন তিনিই। প্রথম কনসাল হিসেবে বেঞ্জামিন জয়কে নিয়োগ করা হয়। ১৭৯৪-র এপ্রিলে কলকাতায় পা দেন বেঞ্জামিন। তাঁর এই আগমন অবশ্য ভালো চোখে নেয়নি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বেঞ্জামিন কলকাতায় আসতে না আসতেই কোম্পানির তরফে তাঁকে সতর্ক করা হয়। কমার্শিয়াল এজেন্ট হিসেবে কলকাতায় থাকতে পারবেন বেঞ্জামিন। মেনে চলতে হবে সমস্ত দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আইন। মার্কিন কনস্যুলেটে কলকাতায় পৌঁছতেই তাঁকে জানিয়ে দেন কোম্পানির দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা।

তবে দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না বেঞ্জামিন। শত বাধা সত্ত্বেও কনসাল হিসেবে কাজ শুরু করে দেন তিনি। বীজ বোনা হতে থাকে ভারত-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্কের। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীনের পর যা আরও মজবুত করার দিকে নিয়ে গিয়েছে নয়াদিল্লি। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মার্কিনিরাও। বর্তমানে কলকাতা ছাড়াও দিল্লি-সহ বেশ কয়েকটি শহরে রয়েছে মার্কিন কনস্যুলেটের অফিস। বিশেষজ্ঞদের দাবি, বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যেতে একাধিক কূটনৈতিক এবং সামরিক চুক্তি করতে দেখা যেতে পারে এই দুই দেশকে। সেক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে এই কনস্যুলেটের কার্যালয়গুলির।

উত্তপ্ত কেরল! হিজাব পরায় ছাত্রীকে স্কুলে ঢুকতে বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কর্নাটকের পর এবার কেরল। হিজাব বিতর্কের উত্তাপ ছড়াল 'ভগবানের নিজের দেশেও'। হিজাব পরে স্কুলে যাওয়ার 'অপরাধে' ক্লাসে ঢুকতে পারেনি একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। এই অভিযোগেই এবার তোলপাড় কেরলের কোঝিকোড়। ওই স্কুলের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেছে স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া এবং মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন। একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী স্কুলে হিজাব পরে যায়। অভিযোগ, তাকে ক্লাস করতে দেননি কোঝিকোড়ের প্রভিডেন্স গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কর্তৃপক্ষ। এর পরই শুরু হয় বিতর্ক। প্রথমে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, তাদের আপত্তির বিষয়টি ছাত্রীর বাবা-মাকে জানিয়েছেন। অভিভাবকরা উল্টে এ নিয়ে ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু তার পরও হিজাব পরে স্কুলে ঢোকার অনুমতি দেয়নি ওই স্কুল। তার প্রতিবাদে সোমবার ওই স্কুলের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে মুসলিম সংগঠনগুলি। তাদের দাবি, স্কুলের এই পদক্ষেপ অসাংবিধানিক। ওই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাজ্যের স্কুল দফতরকে পদক্ষেপ করতেও দাবি জানান তাঁরা। এদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্কুলে পৌঁছায় বিরাট পুলিশ বাহিনী। তারা স্কুলের সামনে ব্যারিকেড করে বিক্ষোভকারীদের আটকানোর চেষ্টা করে।

প্রসঙ্গত, কয়েক সপ্তাহ আগে এই একই কারণে তোলপাড় হয়েছে কর্নাটক। গত কয়েক দিনে ইরান-সহ একাধিক দেশে হিজাব-বিরোধী আন্দোলনও শুরু হয়েছে প্রবল ভাবে। পুলিশি হেফাজতে ২২ বছরের তরুণী মাহশা আমিনির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে ইরান। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, হিজাববিহীন হওয়ার 'অপরাধে' মাহশাকে তুলে নিয়ে যায় ইরানের পুলিশ। পুলিশি হেফাজতে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। তাতেই মৃত্যু হয়েছে মাহশার। এই মৃত্যুর প্রতিবাদে ইরানের রাস্তায় রাস্তায় জ্বলে ওঠে বিক্ষোভের আগুন। হিজাবের বিরোধিতায় হাজার হাজার মহিলা বিক্ষোভকারী নামছেন রাস্তায়।

শশী থারুর বসবেন অধীর চৌধুরীর জায়গায়!

রাহুলের ভবিষ্যৎ ভাবনায় কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৯-এর ব্যর্থতা মাথায় নিয়ে রাহুল গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে সরে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই কংগ্রেস একপ্রকার অভিভাবকহীন। অন্তর্বর্তীকালীন সভানেত্রী হিসেবে দল সামলেছেন সোনিয়া গান্ধী। এবার নির্বাচনী পর্ব সমাগত প্রায়। এই অবস্থায় অশোক গেহলট ও শশী থারুর দুই সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে তলেছে। কোনও গান্ধী এবার থাকছেন না লড়াইয়ে। এই পরিস্থিতিতে জি-২৩ গোষ্ঠীর অন্যতম শশী থারুরকে নিয়ে বিকল্প ভাবনা রয়েছে কংগ্রেসের।

শশী থারুর যদি নির্বাচনে হেরে যান বা তিনি যদি নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত সরে যান, তবে তাঁকে নিরাশ করা হবে না। তাঁকে কোনও বড় পদ দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে শশী থারুরকে বসানো হতে পারে অধীর চৌধুরীর জায়গায়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা পদে অধীরের জায়গায় তাঁকে বসানো হতে পারে। সেক্ষেত্রে লোকসভার দলনেতা পদ ছেড়ে শুধু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থাকাতে পারেন অধীর। এআইসিসি সূত্রে খবর তাঁকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে রেখে লোকসভার দলনেতার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হতে পারে। তবে তা নির্ভর করবে কংগ্রেস সভাপতি

নির্বাচনের ফলাফলের উপর। শশী থারুর কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। তিনি যদি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন, তবে আর লোকসভার দলনেতা করার কোনও প্রশ্ন আসছে না। যদি তিনি নির্বাচিত না হন, তখনই তাঁকে নিয়ে বিকল্প পদের ভাবনা।

তিনি যদি সভাপতি নির্বাচিত না হন, তখন তাঁকে বিকল্প ভাবনায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে অধীর চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন তিনি। অক্টোবরের ১৯ তারিখেই ঠিক হয়ে যাবে কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি কে হতে চলেছেন। তারপরই স্পষ্ট হয়ে যাবে লোকসভার বিরোধী দলনেতার আসনে কে বসতে পারেন। অধীর চৌধুরীই থাকবেন, নাকি শশী থারুর বসবেন! রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শশী থারুরকে নিয়ে বিকল্প ভাবনা হচ্ছে রাহুল গান্ধীর সংসদীয় রাজনীতির কথা ভেবে। কংগ্রেস কোনওভাবেই শশী থারুরকে চটাতে চাইছে না। কেননা রাহুল গান্ধী এবারও কেরলের ওয়ানাড থেকে লোকসভায় লড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে শশী থারুরকে প্রয়োজন তাঁর। তাঁকে তাই গুরুত্বের আসনে রাখতে চাইছে কংগ্রেস। থারুরের জন্য কংগ্রেস বিকল্প পদ প্রস্তুত রাখছে সে কারণেই।

কংগ্রেস সভাপতি পদে লড়াই তীব্রতর হচ্ছে ক্রমশ। গান্ধীরা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতেই কংগ্রেসের শীর্ষ পদের লড়াইয়ে বহু মুখের ভিড়। শশী থারুর সবার আগে লড়াইয়ে শামিল হলেও তিনি বহু মুখের ভিড়ে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন বলেও জল্পনা শুরু হয়েছে। রাহুল গান্ধী বা সোনিয়া গান্ধী কিংবা গান্ধী পরিবারের কেউ প্রার্থী হবেন না নিশ্চিত হয়েই শশী থারুর কংগ্রেস সভাপতি পদে লড়বেন বলে মনস্থ করেন। যেহেতু শশী থারুরকে কোনওভাবে চটাতে চাইছে না কংগ্রেস। তাই কংগ্রেস সভাপতি পদে লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে বা হেরে গেলে, তার জন্য বিকল্প বড় পদ অপেক্ষা করে আছে। সোনিয়া-রাহুলরা থারুরের জন্য বিকল্প পদের ব্যবস্থা রাখছেন ২০২৪-এর নির্বাচনের কারণে। রাহুলকে শশী থারুরের রাজ্যে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। সেক্ষেত্রে শশী থারুর ক্ষুণ্ণ হন, তা চাইছে না কংগ্রেস হাইকম্যান্ড।

পিএফআই-কে ৫ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা কেন্দ্রের

উগ্রপন্থা ছড়াচ্ছে ■ রয়েছে সন্ত্রাস যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ। পাঁচ বছরের জন্য পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়াকে (পিএফআই) নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্র। ইউএপিএ আইন প্রয়োগ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। পিএফআই-এর সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে, এমনকী সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যুক্ত তারা— এই অভিযোগেই দেশজুড়ে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার একাধিক অফিসে অভিযানে তথ্য পেয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রের। গত কয়েকদিন ধরে এনআইএ-র ব্যাপক ধরপাকড়ও চলছিল। এর পাশাপাশি বেআইনি কাজকর্মের জন্য পিএফআইয়ের সমস্ত সহযোগী সংস্থা এবং অনুমোদিত সংস্থার উপরও নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে। পিএফআই-এর সহযোগী সংস্থাগুলি— রিহ্যাব ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন (আরআইএফ), ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিএফআই), অল ইন্ডিয়া ইমামস কাউন্সিল (এআইআইসি), ন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (এনসিএইচআরও), ন্যাশনাল উইমেনস ফ্রন্ট, জুনিয়র ফ্রন্ট, এমপাওয়ার, ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এবং রিহ্যাব ফাউন্ডেশন কেরালা-কেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া নামক উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া, বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদ্দিন ও সিরিয়ার আইসিস সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের যোগ পাওয়া গিয়েছে। দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণের সাপেক্ষেই এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানায়, একাধিক অপরাধমূলক কাজ এবং সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে জড়িত আছে পিএফআই। বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্যও পায়। যা দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে বড়সড় উদ্বেগের বিষয়।

এই সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান হয়েছিল বিভিন্ন রাজ্যের তরফে। পরে তদন্তকারী সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর এবং ২৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ), এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং রাজ্য পুলিশ পিএফআই-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। প্রসঙ্গত, প্রথম দফা অভিযানে ১০৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এদিকে, দ্বিতীয় দফা অভিযানে, পিএফআই-এর সাথে জড়িত ২৪৭ জনকে গ্রেফতার/আটক করা হয়েছে। এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর কেরল, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, তেলাঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, অসম, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, মহারাষ্ট্র, বাংলা, বিহার, মণিপুরে সহ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চলেছিল।

তাজমহলের ৫০০ মিটারের মধ্যে ব্যবসা নিষিদ্ধ: সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: সতেরো শতকের এই বিশিষ্ট সৌধটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই নির্দেশ কঠোরভাবে পালিত হোক, চায় শীর্ষ আদালত। এমনিতেই তাজমহলের ৫০০ মিটার বৃত্তের মধ্যে কোনও ধরনের নির্মাণকার্য নিষিদ্ধ। বিচারপতি সঞ্জয় কিষান কাউল এবং এএস ওকা'র বেঞ্চ আগ্রা ডেভলপমেন্ট অথরিটি'কে জানিয়েছে, তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সচেতন হতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট এই সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছে, তাজমহলের ৫০০ মিটার বৃত্তের মধ্যে কোনও ব্যবসায়িক কার্যকলাপ চলবে না! এমনকী এর চারপাশ দিয়ে গাড়ি চলাচলের উপরও নিষেধাজ্ঞা আছে। তাজমহল-সন্নিহিত এলাকায় কৃষি সংক্রান্ত বা অন্য যে কোনও রকম বর্জ্য ফেলার উপরও নিষেধাজ্ঞা আছে। গোটা এলাকাটিই সুরক্ষিত। তাজমহলের সুরক্ষার জন্য এই কার্যক্রম জরুরি। পরিবেশবিদ এমসি মেহতা তাজমহলের সুরক্ষার লক্ষ্যে একটা মামলা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, তাজমহলের চারপাশে পরিবেশের যে-পরিস্থিতি, তাতে একে রক্ষা করার জন্য আরও সচেতন হতে হবে সংশ্লিষ্ট সব মহলকে।

প্রসঙ্গত, তাজমহল বা 'তাজ ট্রাপিজিয়াম জোন' 'ইকো-সেনসিটিভ এরিয়া' হিসেবে আগেই ঘোষিত। এটি ইউনেসকো হেরিটেজও। ১৯৯৬ সালে তাজ ট্রাপিজিয়াম জোন তৈরি হয়েছিল। দূষণের কবল থেকে যে কোনও মূল্যে তাজমহলকে রক্ষা করার জন্যই এই ভাবনা।

নিউ দিল্লিতে যমুনা নদীর কাছে একটি সেতুতে আশ্রয় বন্যা-দুর্গত মানুষজনের।

ইভটিজিং রোধে মণ্ডপে উইনার্স বাহিনী!

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন শারোদৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রস্তুত শিলিগুড়ি পুলিশ। পুজোর দিনগুলিতে সিসিটিভিতে মুড়িয়ে ফেলা হবে বিগ বাজেটের মণ্ডপ। তুলনায় কম বাজেটের মণ্ডপেও থাকবে সিসি ক্যামেরা। গোটা শহর ও লাগোয়া এলাকাকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে ফেলা হবে। নিরাপত্তায় এবারে মোতায়েন করা হবে অতিরিক্ত বাহিনী। সব মিলিয়ে ১৭০০-র কাছাকাছি পুলিশ কর্মী টহল দেবে শহরজুড়ে। যার মধ্যে অফিসার পর্যায়ের কর্তারা যেমন থাকবেন, তেমনি প্রমীলা বাহিনী থেকে সাদা পোশাকের পুলিশও। ইভটিজিং রুখ তে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরবে বিশেষ টিম ব্ল্যাক পোশাকধারী উইনার্স বাহিনী। শহরের আকাশে উড়বে ড্রোন।

কোথাও জটলা বা গোলমালের আশঙ্কার ছবি ধরা পড়লেই দ্রুত স্পটে পৌঁছবে পুলিশ ভ্যান। শহরের বড় বড় রাস্তায় টহল দেবে পুলিশ পেট্রোলিং কার। হাইকোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে বিসর্জনে বাজবে না ডিজে। আইন ভাঙলে নেওয়া হবে কড়া পদক্ষেপ। আজ এ-কথা জানান শিলিগুড়ির নতুন পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। এবারে প্রথম দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হবে শহরে। ৭ অক্টোবর ওই কার্নিভাল হবে। তার প্রস্তুতিও চলছে। আর তাই এবারে কার্নিভাল পর্যন্ত শহরজুড়ে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে গাড়ি চলাচল করবে না সন্ধ্যে থেকে। তবে টোটো চলার ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দিচ্ছে পুলিশ।বিসর্জন ঘাটেও থাকবে সিসি ক্যামেরা। কেননা ছোটো পুজো ও বাড়ির পুজোগুলি দশমিতেই বিসর্জন দেবে। অন্যদিকে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থাও নেবে পুলিশ। শহরজুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গির উপদ্রব। তার মোকাবিলায় পুজো মণ্ডপের সামনে যেন আবর্জনার পাহাড় না জমে সেদিকে নজর থাকবে। পুলিশ ক্যাম্পগুলিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার নির্দেশ সিপির। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি পুলিশের গাইড ম্যাপ প্রকাশিত হয়েছে। প্লে স্টোরে ক্লিক করলেই তা চলে আসবে হাতের নাগালে।

যাত্রাকে হাতিয়ার করে পঞ্চায়েতের প্রচার

জনসংযোগে নতুন কৌশল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জনসংযোগে নতুন কৌশল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার যাত্রাকে হাতিয়ার করে জনসংযোগ অভিযান ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারাভিযান চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। পুজোর পর ভাইফোঁটা মিটলেই তৃণমূল এই নয়া অভিযানে নেমে পড়বে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অভিনব এই কর্মসূচি নিতে চলেছে। এই যাত্রানুষ্ঠানকে মাধ্যম করে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পকে তুলে ধরা হবে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বুকিং। হাবড়া, অশোকনগর, বনগাঁ, বারাসতের বিভিন্ন এলাকায় বুকিং হয়ে গিয়েছে যাত্রার। তৃণমূলের বিধায়ক ও মন্ত্রীরা এবার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। গ্রামের বহু মানুষের কাছে এক সঙ্গে পৌঁছনো যাবে বলে এই রাস্তা নিয়েছে তৃণমূ কংগ্রেস। রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছেন, যাত্রার মাধ্যমে বহু সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছনো যাবে। তাই এই প্রচার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কম প্রচেষ্টায় বেশি মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য। সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলো এই সব যাত্রাপালার মধ্যে তুলে ধরা হবে।

করোনা পরিস্থিতিতে বিগত দু-বছর ধরে উৎসব ও আনন্দে রাশ টানা হয়েছিল। এবার করোনা পরিস্থিতি কেটে যেতেই বাংলার ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে উৎসবের আনন্দ থেকে আর বিরত থাকতে চায়নি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার। রাজ্যের মানুষকে তারা নানা উপহার দিয়ে চলেছে। পুজোর মরশুম শুরু হয়েছে। তা শেষ হওয়ার পরই যাত্রার মাধ্যমে জনসংযোগে নামবে তৃণমূল।

বছর ঘুরলেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাই আর কালক্ষেপ করতে রাজি নয় তৃণমূল কংগ্রেস। পুজো মিটলেই গোটা দলকে নিয়ে ময়দানে নেমে পড়তে চাইছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। উত্তর ২৪ পরগনা তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিনব উদ্যোগে প্রচারাভিযানে নামবে। বিজেপি, সিপিএম-সহ বিরোধীরা ময়দানে নামার আগে জনসংযোগে শত যোজন এগিয়ে থাকাই তাঁদের উদ্দেশ্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, প্রতিটি জেলায় তৃণমূল স্তরে নেমে গিয়ে প্রচার করতে হবে। ভোটারদের দোরে দোরে যেতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। সরকারের জনমুখী প্রকল্পের কথা তুলে ধরতে হবে। এরপরই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন এমন অভিনব উদ্যোগ নিল। যেখানে যাত্রার মাধ্যমে মানুষের মন ছুঁতে চাইছে তৃণমূল। স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে বিধায়কদেরও এই প্রচারাভিযানে শামিল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকী মন্ত্রী-সাংসদদেরও সময়-সুযোগ করে এই কর্মসূচিতে শামিল হতে বলা হয়েছে।

পুজোর মুখে ফের বন্ধ ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুটমিল

কর্মহীন সাড়ে চার হাজার শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যবধান মাত্র ২ মাসের। ফের বন্ধ হয়ে গেল উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুটমিল। পুজোর মুখে কাজ হারালেন হাজার চারেক শ্রমিক। কেন সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝোলানো হল? মিলের গেটের সামনে রাস্তা অবরোধ করে চলল বিক্ষোভ।

তখন মালিকানা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছিল। এ বছরের শুরুতে প্রায় ৩ মাস উৎপাদন বন্ধ ছিল ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুটমিলে। মাস দুয়েক আগে অবশ্য খুলেছিল জুটমিলটি। কাজও চলছিল পুরোদমে। এদিন সকালেও যথারীতি কাজ যোগ দিতে এসেছিলেন শ্রমিকরা। কিন্তু ততক্ষণে গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ! কেন? নোটিশে উল্লেখ, শ্রমিক অসন্তোষের কারণেই রিলায়েন্স জুটমিল বন্ধ রাখ ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে পুজোর মুখে ফের রিলায়েন্স জুটমিল বন্ধ হওয়া যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। জুটমিলের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অবরোধের জেরে ব্যাহত হয় যান চলাচল। শেষপর্যন্ত পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্রেফ রিলায়েন্স জুটমিলই নয়, গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে তালা ঝুলছে হুগলি শিল্পাঞ্চলের একের এক জুটমিলে। চলতি বছরের প্রথমদিনেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হুগলির চন্দননগরের গোন্দলপাড়া জুটমিল। ঝাঁপ পড়েছে চাঁপদানির নর্থব্রুক জুটমিলে। বাদ যায়নি রিষড়ার ওয়েলিংটন জুটমিল, শ্রীরামপুরের ইন্ডিয়া জুটমিল এবং ভদ্রেশ্বরের শ্যামনগর জুটমিলও। কাজ হারিয়েছেন হাজার হাজার শ্রমিকরা।

এর আগে, রাজ্যে পাট শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছিলেন ব্যারাকপুরের তৎকালীন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। নিশানা করেছিলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে। এমনকী, এ রাজ্যে জুটমিলগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠিও লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপর বিজেপি ছেড়ে নিজের পুরনো দল তৃণমূলে ফেরেন অর্জুন।

নদীগর্ভে ভিটেমাটি, গঙ্গার গ্রাসে গ্রামজুড়ে শুধু বিষাদের সুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার সকাল থেকে মহেশতলা এলাকায় শুরু হয়েছে ভাঙন। নদী তীরবর্তী ধুলিয়ান যাওয়ার একমাত্র রাস্তার অর্ধেক তলিয়ে যায় নদীগর্ভে। প্রায় ১০টি বাড়ি তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রাস্তার পাশের জনবসতিপূর্ণ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছে স্থানীয়রা। পুজোর আগে ভাঙনের আতঙ্কে বাড়ি ঘর ফেলে নিরাপদে যেতে ব্যস্ত গ্রামবাসীরা।

গত বছরের আতঙ্ক-স্মৃতি উস্কে দুর্গাপুজোর ঠিক আগেই ফের মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন শুরু। সামশেরগঞ্জের প্রতাপগঞ্জে বেশ কিছু দিন অন্তর অন্তর মাথাচাড়া দিচ্ছে ভয়াবহ ভাঙন। গত রবিবার মহালয়ার সকালে কাকুড়িয়া মহেশতলা গ্রামে নদীগর্ভে তলিয়ে যায় প্রায় ৩-৪টি বাড়ি, প্রায় ১৫ কাঠা জমি। এর পর ফের মঙ্গলবার সকাল থেকে মহেশতলা এলাকায় ভাঙনে তলিয়ে যায় বেশ কিছু এলাকা। ৮-১০টি বাড়ি তলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। গঙ্গার পাশেই ধুলিয়ান যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটির প্রায় অর্ধেক একটু একটু করে চোখের

সামনেই তলিয়ে যায় নদীগর্ভে। বাকিটুকুও যে কোনও মুহূর্তে তলিয়ে যাবে নদীগর্ভে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রতি বছর ভাঙন হলেও, শয়ে শয়ে পরিবার ভাঙনে ভিটেমাটি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হলেও ভাঙন রোধে স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না সরকারের পক্ষ থেকে। ভাঙন বিধ্বস্ত মীনা সাহা বলেন, ''কিছু দিন আগেই ভাঙনে আমার বাড়িটা চোখের সামনে তলিয়ে গেল। আমাদের মাথার উপর ছাদ আর থাকল না।'' গ্রামবাসী মিন্টু সরকার বলেন, '' ভাঙনের যা গতি তাতে মনে হচ্ছে আর এক দুদিনেই আমার বাড়িটা নদীতে তলিয়ে যাবে। দুর্গা পুজো আর কী হবে। এখন শুধু বাড়িটা বাঁচাতে চাই। সরকার ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা করুক। না হলে পুরো গ্রামটাই নদীতে তলিয়ে যাবে। ভাঙনের সময় কোনও কাজ করবে না। '' বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন, ''রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বালির বস্তা ফেলার কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু জল হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় ভাঙন চলছে।''

রাষ্ট্রপতিকে দুঃখের কথা বলবেন দুই আদিবাসী যুবক

১৫০০ কিলোমিটার পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চা-বাগান এলাকায় আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা রাষ্ট্রপতিকে দ্রৌপদী মুর্মুকে জানাতে পায়ে হেঁটে দিল্লিগেলেন মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি চা-বাগানের দুই যুবক। গত ২২ অগস্ট ওদলাবাড়ি চা-বাগান এলাকা থেকে দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন তাঁরা। সেদিন দুই যুবককে মালা পরিয়ে, মিষ্টিমুখ করানো হয়। বহু মানুষ সেদিন ওদলাবাড়ি চা-বাগান এলাকায় জমায়েত হয়েছিলেন। বাজনা বাজিয়ে ও পটকা ফাটিয়ে দুই যুবককে উৎসাহিত করা হয়েছিল। তাঁদের নাম পিলাতুস ওঁরাও (২৫) এবং শ্যাম ওঁরাও (৩০)। বাড়ি ওদলাবাড়ি চা-বাগানের চিরো লাইনে। শুধু ওঁরাও-রা নয়, ওই অঞ্চলের সাঁওতাল, মুন্ডা, বড়াইক, খালকো ইত্যাদি জনজাতির প্রতিনিধি হয়েই রাষ্ট্রপতির কাছে যাচ্ছেন পিলাতুস ও শ্যাম। এই পদযাত্রা নিয়ে তাঁরা বলেছেন, চা-বাগান-সহ ডুয়ার্স এবং তরাই এলাকায় আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁদের এই পদযাত্রা। প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার রাস্তা! প্রচণ্ড গরমে এত দূর পদযাত্রা কঠিন হবে জেনেও আদিবাসীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তাঁরা এটা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পিলাতুস ও শ্যাম জানাচ্ছেন, আদিবাসী এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, রাস্তাঘাট বেহাল, ভালো স্কুলের অভাব। এ ছাড়া ডুয়ার্স এলাকা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বীরসা মুন্ডার মূর্তি বসানো হচ্ছে। ভালো উদ্যোগ কিন্তু বীরসার মূর্তির চেহারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। বীরসা মুন্ডা ২৫ বছর বয়সে শহিদ হয়েছিলেন, অথচ এখন এখানে তাঁর যেসব মূর্তি বসানো হচ্ছে, তা দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর বয়স যেন ৪০-৫০ বছর! এতে আদিবাসীদের মধ্যে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। এই সব সবরকম অভাব ও অভিযোগ নিয়েই তাঁরা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে যাচ্ছেন, তাঁকে জানাবেন পুরো বিষয়টা। যেহেতু এখন এদেশে রাষ্ট্রপতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের, তাই তাঁদের আশা, তাঁদের দাবিদাওয়া তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

বিচার ও শাস্তির ব্যাপারে ইসলাম যা সিদ্ধান্ত নেয়

ইসলামের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থাকে বর্বরোচিত এবং পশ্চাদপদ হিসাবে আখ্যায়িত করে ইসলামের শত্রুরা ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। এই অপবাদ নিরসনে এই প্রবন্ধে ইসলামের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হল। সেই সঙ্গে উন্মোচন করা হল ইসলাম নিয়ে পশ্চিমাদের অপপ্রচার ও বিকৃতি। **পর্ব-২**

ইসলামের শাস্তির ব্যবস্থা

ইসলামের শাস্তির ব্যবস্থা তথা দণ্ডবিধি হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার দয়ার প্রমাণ এবং ইসলামের সৌন্দর্য। দণ্ডবিধির মূলনীতি সমূহ নিম্নরূপ

১) একজন মুসলিম (পুরুষ বা নারী) তার প্রত্যেকটি কাজের জন্যই দায়িত্বশীল। শরিয়াহতে যে সকল অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করা আছে তা রাষ্ট্র কার্যকর করবে। সমাজকে রক্ষা করে শুধুমাত্র এই কারণেই এই নীতি গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং শরিয়াহ আদালতের মাধ্যমে কোনও অপরাধের শাস্তি হয়ে গেলে ওই একই অপরাধের জন্য আখিরাত তথা পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কারণ দুনিয়ার তুলনায় আখিরাত বা জাহান্নামের শাস্তি বহুগুণ কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক। রাসূল সা.-এর সময় অনেক মুসলিম তাদের নিজেদের অপরাধ নিজেরাই স্বীকার করত, কারণ শেষ বিচারের দিন তাদের ওই অপরাধ আমলনামায় গণ্য হোক তা তারা চাইত না। আবু দাউদ হতে বর্ণিত, যখন একজন লোক নিজের অবৈধ যৌনাচার নিজে স্বীকার করল এবং পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হল তখন রাসূল সা. বললেন 'কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়ে সে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দীয়।' অপর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, আবু দাউদে বর্ণিত, রাসূল সা.-এর নিকট একজন মহিলা এল এবং বলল, 'আমি জেনা করেছি।' রাসূল সা. বললেন, 'চলে যাও।' সে ফিরে গেল এবং পরের দিন আবার এল এবং বলল, 'সম্ভবত আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিতে চান যেমনি দিয়েছিলেন মাইয বিন মালিককে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আমি গর্ভবতী।' তিনি সা. বললেন, 'চলে যাও এবং শিশুর জন্মের পর এসো।' সে শিশুর জন্মের পর এল এবং বলল, 'এই তো সে। আমিই তাকে জন্ম দিয়েছি।' তিনি সা. বললেন, 'চলে যাও এবং তাকে পান করাও যে পর্যন্ত না স্তন ছাড়ে।' যখন মহিলাটি শিশুটিকে স্তন ছাড়াল তখন সে তাকে নিয়ে রাসূল সা.-এর নিকট এল। এই সময় শিশুটির হাতে কিছু ছিল যা সে খাচ্ছিল। তখন শিশুটিকে মুসলিমদের মধ্যে একজনকে দেওয়া হল এবং রাসূল সা. মহিলাটির বিষয়ে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার জন্য একটি গর্ত খোঁড়া হল এবং তিনি তার বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল। যারা পাথর ছুড়েছিল তাদের মধ্যে একজন খালিদ। সে তাকে একটি পাথর নিক্ষেপ করল। যখন মহিলাটির এক ফোঁটা রক্ত তার গালে পড়ল, তখন সে মহিলাটিকে গালি দিল। তখন রাসূল সা. তাকে বললেন, 'হে খালিদ, বিনীতভাবে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, সে এতবেশি অনুতপ্ত হয়েছে যে, যদি কোনও বড় জালেমও এই ধরনের তওবা করত তবে সে-ও মাফ পেয়ে যেত।' এরপর তার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি সা. তার জন্য দোয়া করলেন এবং তাকে কবর দেওয়া হল। (মুসলিম)

২) দণ্ডবিধির নীতি হল 'শাস্তিকে যথাসম্ভব নিবৃত্ত করা', যেহেতু শাস্তির কঠোরতা নিবৃত্তির প্রাথমিক কাজ করে। কোনও প্রমাণের অংশ বিশেষও যদি সন্দেহজনক হয় তা শাস্তি নিবৃত্ত করবে। যখন রাসূল সা.-এর নিকট কোনও লোক এসে তাদের অপরাধ স্বীকার করে তাদের উপর শাস্তি কার্যকর করার আবেদন জানাত তখন রাসূল সা. শাস্তি প্রয়োগ করা হতে নিজেকে সরিয়ে রাখতে কীভাবে চেষ্টা করতেন তা সীরাতে বর্ণিত আছে। তিনি সা. বলেছেন, 'একজন নিরপরাধীকে শাস্তি প্রদান করার চেয়ে একজন অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া উত্তম।' একজন ইমামের জন্য ভুলক্রমে একজনকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে ভুলক্রমে একজনকে ক্ষমা করা উত্তম।'

এরপরেও কি একজন মুসলিম ইসলামী দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে পশ্চিমা আক্রমণ কল্পনা করতে পারে। আসলে এই বিষয়ে তাদের মিথ্যা প্রচার এবং বিকৃতি তো রয়েছেই, দায়ী তাদের অজ্ঞতাও। অধিকন্তু পশ্চিমাদের তুলনায় ইসলামের সৌন্দর্য লক্ষ্য করুন। তাদের মৌলিক দর্শন হচ্ছে কাউকে অভিযুক্ত করা বা সাজা দেওয়ার জন্য সামান্য একটুকরো দলিল খোঁজা বা সাক্ষী জোগাড় করে তার মাধ্যমে অভিযোগ প্রমাণ করা। ষষ্ঠ বার্মিংহাম কিংবা চতুর্থ গিলফোর্ডের কথা স্মরণ করুন, যারা প্রত্যেকেই জেলখানায় কয়েক বছর সাজা ভোগ করার পর নিরপরাধী প্রমাণিত হয়েছিল। ইসলামের পুনরুত্থানের দুশ্চিন্তায় পশ্চিমারা আজ এতটাই বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, একজন মুসলিমকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে সাজা দেওয়ার জন্য তার মুখের দাড়ি কিংবা পরিধানের হিজাবকেই তারা যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করছে!

৩) ইসলাম পাঁচটি বিষয় সংরক্ষণ করে যা জিম্মিদের (অমুসলিম নাগরিক) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রাসূল সা. বলেছেন, 'যে কোনও জিম্মির ক্ষতি করল, সে যেন আমারই ক্ষতি করল।' তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে সকল নাগরিককে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং এক্ষেত্রে কোনওরূপ বৈষম্য বৈধ নয়। বিষয়গুলো নিম্নরূপ—

ক) বিশ্বাস— পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ধর্মকে ক্রমাগত আক্রমণের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইসলাম নয়, যে কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস, এমনকী খ্রিস্টধর্ম এবং আমাদের পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণ যথা ঈসা আ.-কেও আক্রমণ এবং অসম্মান করার পিছনে তাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা অপরিমিত সময় অপচয় করেছে এবং করে যাচ্ছে। পবিত্র কোরানে আছে 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনও জোর-জবরদস্তি নেই।'(২.২৫৬) অর্থাৎ অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস লালন ও পালনের অধিকার সংরক্ষিত। কিন্তু ইসলামী আক্বীদা-ই যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি, তাই যে কোনও অমূল্য রত্নের মতোই দ্বীনকে সংরক্ষণ করা হয়। আর তাই কেউ একবার ইসলাম গ্রহণ এবং উপদেশপ্রাপ্ত হবার পর ত্যাগ করতে চাইলে তার শাস্তি হচ্ছে ইসলাম বিশ্বাসকে অপমান করার শাস্তির মতোই মৃত্যুদণ্ড। অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, সালমান রুশদি কিংবা বাংলাদেশের তাসলিমা নাসরিনের বিষয়টিকে পশ্চিমারা অগ্রহণযোগ্য দাবি করে, আবার তারাই নিজেদের বিশ্বাসের নামে অন্য মানুষকে হত্যা এবং ধ্বংস করার নীতি অবলম্বন করে।

খ) সম্মান— ইসলামে নারীর সম্ভ্রমকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখা হয় এবং নারীকে যে কোনও প্রকার ক্ষতি, অপমান, অপবাদ থেকে কঠোরভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। এটি রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক। এটি পুরোপুরিই পশ্চিমা নীতির বিপরীত, যারা নারীকে কেবলমাত্র কামনার দৃষ্টিতেই দেখে এবং নারী দেহকে বিপণনযোগ্য পণ্যের মতোই ব্যবহার করে। যারা পেছনে/অসাক্ষাতে কোনও নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করে তাদের শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমেও ইসলাম নারীকে সুরক্ষা দিয়েছে। অধিকন্তু যারা জনসমক্ষে সঠিকভাবে নিজেদেরকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে না এবং যারা ব্যভিচার বা জিনা করে তাদেরকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমেও ইসলাম নারীর সম্ভ্রম ও মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।

গ) চিন্তা/মন/মস্তিস্ক— মদ্যপান এবং যে কোনও বস্তু যা মস্তিস্ককে নেশাগ্রস্থ করে, তা ইসলামে নিষিদ্ধ। অপরদিকে পশ্চিমারা মদের উপরই জীবন-যাপন করছে, আর এখন তারা নেশাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এসব বিষয় যখন তাদের সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে তারা এখন বিকল্প সমাধান সন্ধান করছে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ঘ) সম্পদ— পশ্চিমা সরকারগুলো, তাদের ব্যাংক এবং এই ধরনের সংস্থাগুলো যেভাবে কৌশলে অত্যন্ত সভ্য চেহারা নিয়ে জনগণের সম্পদ প্রতিনিয়ত চুরি করে যাচ্ছে, ইসলাম সেখানে চুরির অপরাধ ঠেকাতে হাত কাটার মতো কঠোর শাস্তির বিধান রেখে জনগণের সম্পদ সুরক্ষা করেছে। এই শাস্তিটাকে পশ্চিমারা বর্বরোচিত এবং পশ্চাদপদ আখ্যায়িত করে প্রবলভাব আক্রমণ করে আসছে। অথচ এই আক্রমণ একেবারেই ভিত্তিহীন, বরং তা ইসলামের প্রতি তার শত্রুদের প্রবল ঘৃণা এবং বিকৃতির ষড়যন্ত্র দিবালোকের মতো উন্মোচন করতে সাহায্য করে। কারণ চুরির অপরাধে কারও হাত কাটতে হলেও কয়েকটি কঠিন শর্ত পূরণ করতে হয়। যথা, দুজন সাক্ষী থাকতে হবে, সম্পদ নিরাপদ স্থান থেকে হস্তগত হতে হবে। এছাড়া যদি এমন কেউ চুরি করে যে নিতান্ত দরিদ্র এবং নিরুপায় ছিল, তাহলে উপরোক্ত শর্তগুলো পূরণ হলেও শাস্তি প্রযোজ্য নয়, যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের (নিসাব) চেয়ে কম সম্পদ চুরি করে তাহলেও হাত কাটা হবে না। এগুলো এবং আরও কিছু শর্ত শাস্তির সম্ভাব্যতা হ্রাস করে অনেকাংশে।

ঙ) জীবন— রাসূল সা. বলেছেন, 'কাবাগৃহ এবং এর চারপাশে যা কিছু আছে তার চেয়ে একজন মুসলিমের রক্ত অধিক মূল্যবান।' আর তাই হত্যার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। অবশ্য নিহতের পরিবার ইচ্ছা করলে দিয়তের বিনিময়ে ক্ষমাও করতে পারে। প্রত্যেক মানুষই এইসব নিরাপত্তা আকাঙ্খা করে যা শুধুমাত্র ইসলাম নিশ্চিত করে। যে কোনও পুরুষ বা নারীকে জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে তারা জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম ইত্যাদির নিরাপত্তা চায়। আর ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও সমাজই এসব নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে না, বরং পশ্চিমে প্রায়ই এসব নিরাপত্তার লঙ্ঘন এবং অপব্যবহার ঘটে থাকে। মাথার উপর ঋণের বোঝা, তার সাথে অপরাধের উচ্চতার, বিশেষত ধর্ষণ, চুরি ইত্যাদি এবং সেই সাথে এই সকল সমস্যার সমাধানহীন জীবনব্যবস্থায় কোনওভাবেই মানসিক প্রশান্তি অর্জন সম্ভব নয়। *(নিজাম আল উকুবাত)*

চলবে

জাহান্নামীরা যে নয়টি আফশোস করবে মৃত্যুর পর

মৃত্যুর পর পাপীরা (জাহান্নামীরা) খুব আফশোস করবে, তাদের আফশোসের বাক্যগুলো কেমন হবে তা আল-কোরানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মৃত্যুর পর নয়টি আফশোস করবে তারা।

একনজরে ৯ আফশোস

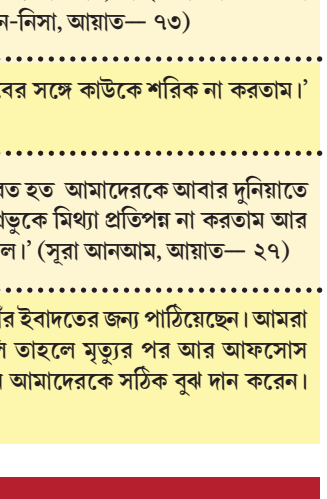

- 'হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।' (সূরা নাবা, আয়াত— ৪০)
- 'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হত।' (সূরা আল-হাক্কা, আয়াত— ২৫)
- 'হায়! যদি পরকালের জন্য কিছু করতাম।' (সূরা ফজর, আয়াত— ২৪)
- 'হায়! আমি যদি ওকে (খারাপ মানুষকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।' (সূরা ফুরকান, আয়াত— ২৮)
- 'হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা.-এর আনুগত্য করতাম।' (সূরা আহযাব, আয়াত— ৬৬)
- 'হায়! আমি যদি রাসূল সা. এর পথ অবলম্বন করতাম।' (সূরা ফুরকান, আয়াত— ২৭)
- 'হায়! আমিও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম, তা হলে বিরাট সফলতা লাভ করতে পারতাম।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত— ৭৩)
- 'হায়! আমি যদি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরিক না করতাম।' (সূরা কাহফ, আয়াত— ৪২)
- 'হায়! এমন যদি কোনও সুরত হত আমাদেরকে আবার দুনিয়াতে পাঠানো হত, আমরা আমাদের প্রভুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করতাম আর আমরা হতাম ইমানদারদের শামিল।' (সূরা আনআম, আয়াত— ২৭)

আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর ইবাদতের জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা যদি আল্লাহর আদেশ মেনে চলি তাহলে মৃত্যুর পর আর আফসোস করতে হবে থখনা। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন। আমিন।

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

'পুজো আসে অবশেষে'

অমলেন্দু কর্মকার

ঘন নীল রঙে রাঙা আকাশের দেশে
পেঁজা তুলো মেঘগুলো যায় ভেসে ভেসে।

সবুজ মাঠের মাঝে সাদা কাশ ফুলে
হাওয়া লেগে সারা মাঠে যেন ঢেউ তুলে।

শিশির বিন্দু জমে ঘাসের আগায়
অতি প্রত্যুষে ফিঙ্গে আগমনী গায়।

শিউলি উঠোনজুড়ে আলপনা আঁকে
হিমেল বাতাস বয় জানালার ফাঁকে।

কচু পাতা থেকে হিম পড়ে টুপটাপ
সাজো সাজো রবে কেউ নেই চুপচাপ।

কুমোর ঠাকুর গড়ে নাওয়া-খাওয়া ফেলে
ছেলে মেয়ে ভিড়ে সেথা সকালে-বিকেলে।

মেলা বসবার তরে শুরু তোড়জোড়
খোকা-খুকু আনন্দে করে হুল্লোড়।

নুতন গন্ধে ভরা পোশাক রঙিন
কচি-কাঁচা হাসি মুখে গুনে চলে দিন।

পুজো আসে অবশেষে পাড়ায় পাড়ায়
জগজ্জননী এসে দু'হাত বাড়ায়।

এলোমেলো মন

ক্ষুদিরাম নস্কর

শিউলি ফুলের গন্ধ মেখে
রাত্রি হ'ল ভোর,
হাসির মতো মেঘের ছানার
খুলল আলো দোর।

কাশের রানি দেয় হাতছানি
বলে আমায় ধর,
পদ্ম বলে থাকি জলে
বলেই কি তোর পর?

রোদ ঝলমল বৃষ্টি এল
এলোমেলো মন,
চুপ করে কি যায় কি থাকা
ঘরেই সারাক্ষণ?

ঢাকের পিঠে পড়ল কাঠি
ধাঁই কুড়াকুড় ধাঁই,
পুজো এল প্যান্ডেলে চল
ঠাকুর দেখতে যাই।

পুজোর বিষাদ

পলাশ পোড়েল

পুজো আসে আশ্বিন মাসে
নতুন ডাকের সাজে,
হয়নি কেনা খোকার জামা
দুঃখ মনের মাঝে।
বাবা শিল্পী ঠাকুর গড়েন
কলকাতায় বড়বাজার,
ফেরার পথে খোকার জন্য
করবে পুজোর বাজার।
আনবে জামা নতুন বেল্ট
সঙ্গে নতুন জুতো,
খুশির জোয়ারে ভাসছে খোকা
ঠাকুর দেখবে কত।
একমাস হ'ল আসেনি বাবা
ভালো লাগে না ঘরে,
পথের পানে তাকিয়ে থাকে
মন আনচান করে।
পুজোর সকাল মেঘের ঘটা
চারিদিকে কোলাহল,
অশুভ খবর কান্না বুকে
মায়ের চোখে জল।
অনেক বেলায় বাবা এল
এল না তো হেঁটে,
শোয়ানো আছে বাবার দেহ
কাপড় ঢাকা খাটে।
কিনেও ছিল খোকার জন্য
রঙিন পুজোর সাজ,
বিনা মেঘে পড়ল মাথায়
কড়কড়িয়ে বাজ।
ঠাকুর দেখা হয়নি খোকার
হয়নি জামা পরা,
দু'চোখে অশ্রু হাতে শুধু
জ্বলন্ত নুড়ো ধরা।

পুজোর জামা

সুজন দাশ

বাবা আমার মাঠের কৃষাণ
কামলা খেটে খায়,
মা'টি আমার চির রোগী
থেকেও যেন নাই!

ঔষধ পথ্য হয় না কেনা
কষ্টে জুটে ভাত,
রাঁধতে গিয়ে বোনটি আমার
রোজ পুড়ে যায় হাত!

দিদির বড় ইচ্ছে পড়ার
বন্ধ এখন তাও,
চোখের জলে টানছে সবার
কষ্ট ব্যথার নাও!

আমরা দু' ভাই স্কুলে যাই
মা সেটা খুব চায়,
বুঝতে পারি সাধখানা তার
সাধ্যতে টান খায়।

পুজোর জামা বাবার কাছে
কেমন করে চাই?
বুঝতে চায় না অবুঝ আমার
প্রাণের ছোট ভাই।

আশিন এলেই

কাজী সামসুল আলম

আশিন এলেই ঢ্যাং কুড়া কুড়
পূজার গন্ধ আসে
আকাশ বাতাস নতুন সাজে
দোলে সাদা কাশে।

আশিন এলেই চোখ জুড়ে যায়
সবুজ ধানের খেতে
আসবে উমা সেই খুশিতে
সবাই উঠে মেতে।

আশিন এলেই নীল আকাশে
সাদা মেঘের ভেলা
বৃষ্টি বাদল সূর্য মেঘের
লুকোচুরি খেলা।

আশিন এলেই পূজার ছুটি
মামার বাড়ি যাওয়া
কলমি শাক আর ডাল বড়ি ভাত
গ্রামের নানান খাওয়া।

আশিন এলেই পড়ার ছুটি
বই খাতা পেন তাকে
নানান খেলায় মেতে থাকা
পূজার ছুটির ফাঁকে।

পৃথিবীর মতোই মঙ্গল গ্রহের আকাশ সূর্য হ্যালোর ছবি দেখে তাজ্জব

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীর আকাশে যা দেখা যায়, মঙ্গল গ্রহের আকাশেও কি তা-ই দেখা যায়? এ প্রশ্ন বহুচর্চিত। এবার সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল বাস্তবিক অর্থে। মঙ্গলের আকাশে দেখা গেল 'সূর্যের হ্যালো', যা আগে কখনও ক্যামেরাবন্দি হয়নি। পৃথিবীর মতো এ রূপ দৃশ্য এবারই প্রথম দর্শনীয় হল মঙ্গলের আকাশে। নাসার রোবটযান সেই তথ্যই পরিবেশন করল এতদিনে। নাসার রোভার লাল গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে আকাশে সূর্যের আলো দেখেছে। তা ক্যামেরাবন্দি করতেও সক্ষম হয়েছে। যে অনন্য বিকাশ আগে কখনও দেখা যায়নি। নাসার এসইউভি আকারের রোভারটি সূর্যের হ্যালো প্রত্যক্ষ করেছে, যা পৃথিবীর আকাশে হামেশাই দেখা যায়। পৃথিবীতে দেখা সূর্যের হ্যালো হল একটি ২২ ডিগ্রি রিং, যা আলোর বিচ্ছুরণের কারণে প্রদর্শিত হয়।

যখন সাদা আলো উপরের স্তরের সাইরাস মেঘে পাওয়া বরফের স্ফটিকগুলির মধ্য দিয়ে যায়, তখন হ্যালো বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের আকাশে একই ধরনের ঘটনা দেখেছেন। এতদিন অবশ্য এই ছবি দেখা যায়নি। নাসার রোভারটি ২০২১-এর ১৫ ডিসেম্বর আকাশে ঘটতে থাকা অনন্য উন্নয়নটি তুলে ধরেছিল। বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে জটিলতা সম্পর্কে একটি বিরল দৃষ্টভঙ্গি স্থাপন করেছে। স্পেস সায়েন্স ইনস্টিটিউটের গ্রহ বিজ্ঞানী মার্ক সেমন বলেন, নাসার রোভার সত্যিই আমাদেরকে অবাক করে দিয়েছিল। কিছু চিত্র, যা আমরা ডিসেম্বরে হাতে পেয়েছি। তা দেখে আমরা তাজ্জব। পৃথিবীর আকাশেও যা দেখা যায়, মঙ্গলের আকাশেও সেই একই ছবি।

পৃথিবীর মেঘে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফটিক থাকে। ওই স্ফটিক আলোকে প্রতিফলিত করে। তার ফলে একটি বৃত্তাকার রং-ধনু বলয়ের ছাপ দেয়। হ্যালো প্রদর্শিত হওয়ার জন্য স্ফটিকগুলিকে বরফের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বরফের স্ফটিকের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আলো দুটি প্রতিসরণের মধ্য দিয়ে যায় এবং যে নমন ঘটে তা নির্ভর করে বরফের স্ফটিকের উপর।

ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে, হ্যালো হল সূর্য বা চাঁদ থেকে ২২ ডিগ্রি আলোর একটি বলয়। এটি ষড়ভুজাকার বরফ স্ফটিক দ্বারা পরিলক্ষিত এবং গঠিত হয়। তবে মঙ্গল গ্রহের ক্ষেত্রে তা একটু ভিন্ন। পৃথিবীর বিপরীতে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে জলের তুলনায় কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেশি থাকে। ছবিটি সূর্যের আলো ছিল নাকি এটি অধ্যবসায় ক্যামেরা ছিল যা উজ্জ্বল রিং তৈরি করেছিল। তবে গবেষক দল নিশ্চিত করেছে, এটি ধূলিকা নয়, যা চিত্রটিতে রিং গঠনের দিকে পরিচালিত করেছিল।

নাসার রোভার মঙ্গলে পেয়েছে প্রাণের লক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীর বাইরে কোন গ্রহে প্রাণ রয়েছে, তা নিয়ে জোরদার অনুসন্ধান চালিয়ে আসছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল, শুক্র-সহ মহাকাশে বহু রোবট যান পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রাণের সন্ধান আদতে মেলেনি কোথাও। কিন্তু সম্প্রতি নাসার রোভার যে পর্যবেক্ষণ সামনে এনেছে, তাতে বিজ্ঞানীরা মনে করছে নাসার রোভার প্রাণের লক্ষণ খুঁজে দিলেও দিতে পারে।

মঙ্গলে প্রাচীন অতীতে একটি হ্রদ ও আগ্নেয়গিরি ছিল। সেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বিরাট বিরাট গর্ত তৈরি হয়। সেই গর্তে এক বছরেরও বেশি সময় অনুসন্ধান চালায় নাসার রোবটযান। পারসিভারেন্স রোভারটি মঙ্গলের ওই গর্ত থেকে সবথেকে জৈব উপাদানের খোঁজ পেয়েছে। সেই জৈব উপাদান থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছে আদতে কী ধরনের প্রাণ ছিল কি না মঙ্গলগ্রহে। ওই জৈব উপাদান পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে রোবটযান যে সমস্ত নমুনা পাঠিয়েছে, সেখানে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যেখানে প্রাণ থাকতে পারে। সম্প্রতি নাসার রোভার পৃথিবীতে ফেরার সময় আরও কিছু অনন্য আবিষ্কার সঙ্গে নিয়ে আসছে। রোভারটি প্রাচীন নদী ও ব-দ্বীপ থেকে চারটি নমুনা সংগ্রহ করেছে, যেখানে জীবনের লক্ষণ খুঁজে পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

নাসার ব-দ্বীপ ও তার পাললিক শিলা-সহ গর্তের মেঝেতে আবিষ্কৃত ম্যাগমার স্ফটিককরণ থেকে গঠিত আগ্নেয় শিলাগুলি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এই সংমিশ্রণটি আমাদেরকে ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের একটি সমৃদ্ধি প্রদান করে। উদাহারণস্বরূপ একটি বেলেপাথর পেয়েছি, যা জেজেরো ক্রেটার থেকে অনেক দূরে তৈরি

শস্য এবং পাথরের টুকরো বহন করে। আবার কাদাপাথরও আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে আকর্ষণীয় যৌগ রয়েছে বলে জানান অধ্যবসায় প্রকল্পের বিজ্ঞানী কেন ফার্লে। রোভারের প্রেরণ করা নমুনা থেকে জানা যায়, জৈব অণুতে বিভিন্ন ধরনের যৌগ থাকে, যা মূলত কার্বন দিয়ে তৈরি এবং সাধারণত হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু অন্তর্ভুক্ত করে। এই অণুগুলিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং সালফারও রয়েছে। এই নির্দিষ্ট অণুর উপস্থিতি একটি সম্ভাব্য বায়োসিগনেচার হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং একটি পদার্থ অতীত জীবনের প্রমাণ হতে পারে।

জুলাই মাসে রোভারটি বিলিয়ন বছর ধরে মঙ্গল গ্রহে থাকা একটি অনন্য শিলায় ড্রিল করেছে। ওয়াইল্ডক্যাট রিজ নামে পরিচিত কোটি কোটি বছর আগে কাদা ও সুক্ষ্ম বালি বাষ্পীভূত নোনা জলের হ্রদে বসতি স্থাপনের ফলে শিলাটি তৈরি হয়েছিল। অতীতে বালি, কাদা ও লবণ যা এখন ওয়াইল্ডক্যাট রিজের নমুনা তৈরি করে এমন পরিস্থিতিতে জমা করা হয়েছিল, যেখানে জীবন সম্ভাব্যভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে। পৃথিবীতে প্রাচীন জীবনের জীবাশ্ম সংরক্ষণের জন্য পরিচিত একটি পাললিক শিলায় জৈব পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। এই দশকের শেষে পৃথিবীতে আসার সময় এই শিলা নমুনাগুলি বিশ্লেষণ করতে নমুনাগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য লালগ্রহে মিশন চালু করার জন্য একটি বৈশ্বিক প্রোগ্রাম স্থাপন করা হয়েছে।

৫০০ কিমিরও বেশি বেগে ঝড় বইছে বৃহস্পতি গ্রহে

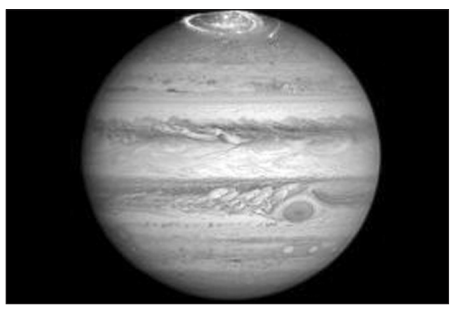

নিজস্ব প্রতিনিধি: খুব শীঘ্রই বৃহস্পতি গ্রহ পৃথিবীর সবথেকে কাছে আসছে। ৭০ বছর পর বৃহস্পতিকে নতুন রূপে দেখবে পৃথিবী। সেদিন আর বেশি বাকি নেই। আগামী সপ্তাহেই মহাজাগতিক বিস্ময়ের সাক্ষী থাকতে চলেছেন বিশ্বাবাসী। এরই মধ্যে বৃহস্পতিতে বয়ে চলা শক্তিশালী ঝড়ের দেখা পেলেন এ গ্রহের বিজ্ঞানীরা। নাসার জুনো মিশনে ধরা পড়ল সেই ছবি।

মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসা সম্প্রতি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির একটি আকর্ষণীয় ছবি শেয়ার করেছে। নাসার ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ওই ছবিতে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। নাসার জুনো মিশনের তোলা ছবিতে দেখা গিয়েছে ভয়ঙ্কর ঝড় বইছে বৃহস্পতি গ্রহে। তার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০০ কিলোমিটারেরও উর্ধ্বে। নাসার জুনো মহাকাশ যান যে ছবি সামনে এনেছে, সে ছবিটি ২০২২ সালের জুলাই মাসের। ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে বৃহস্পতির উত্তর মেরুতে ভয়ঙ্কর ঝড় বইছে। নাসার জুনো ক্যাম্প যন্ত্রটি তুলে ধরেছে যে ছবি, তাতে স্পষ্ট বৃহস্পতির উত্তর মেরুর কাছে ঘূর্ণিঝড় বা হ্যারিকেনের মতো ঝড় তৈরি হওয়ার উপকরণ রয়েছে। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল রয়েছে, যা ঝড় হয়ে ধেয়ে যায় বৃহস্পতির উপর দিয়ে।

বৃহস্পতির উপর দিয়ে ঘূর্ণির ধেয়ে যাওয়াকে নাসা আকর্ষণীয় ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করেছে। ছবিটিতে নীল ও সাদা রঙ বৃহস্পতিতে ঝড় দেখায়। বৃহস্পতির ঝড়ের এই ছবিটি পোস্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মিলিয়নের বেশির লাইক হয়ে যায়। ছবিটি শেয়ারের জোয়ারও পড়ে যায়। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা লাভস্ট্রোক ও ফায়ার ইমোজি দিয়ে নানা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এক কথায় মন্তব্যের প্লাবন বয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ এই ছবিকে অত্যাশ্চর্য বলে বর্ণনা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বৃহস্পতির ঝড়ের ছবি ভাইরাল হওয়ার পর দেখা গিয়েছে, কিছু ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের বিখ্যাত 'স্টোরি নাইট' ছবিটি দিয়ে বৃহস্পতির ইমোজির তুলনা করেছে। একজন লেখেন, বৃহস্পতি ভ্যান গঘের ছবি এঁকে দিয়েছে যেন। একেবারেই আশ্চর্যজনক রূপে ধরা দিয়েছে সৌর জগতের সবথেকে বড় গ্রহের ঘূর্ণিঝড়।

ওই ছবির ক্যাপশনে নাসা আবার লিখেছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রায়ান সুইফট জুনো ক্যাম মিশনের ডেটা ব্যবহার করে ঘূর্ণির রঙ এবং পৃথক দৃশ্য তৈরি করেছেন। অরিজিনাল ছবিটি তোলা হয়েছিল বৃহস্পতির মেঘের উপর থেকে। নাসার জুনো মহাকাশযান প্রায় ২৫১০০ কিলোমিটার উপরে ছিল বৃহস্পতির ভূ-পৃষ্ঠ থেকে। ছবিতে দেখা গিয়েছে, বৃহস্পতির শক্তিশালী ঝড়ের বিস্তার ৫০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বজায় রয়েছে। এমনকী এই ঝড় বছরের পর বছর ধরে স্থায়ী হতে পারে। এই ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টার ৫৩৯ কিলোমিটার বেশি।

বৃহস্পতি ৭০ বছর পর পৃথিবীর সবথেকে কাছে

নাসার জুনো মিশনের তোলা ছবিতে দেখা গিয়েছে ভয়ঙ্কর ঝড় বইছে বৃহস্পতি গ্রহে। তার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০০ কিলোমিটারেরও উর্ধ্বে। নাসার জুনো মহাকাশ যান যে ছবি সামনে এনেছে, সে ছবিটি ২০২২ সালের জুলাই মাসের। ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে বৃহস্পতির উত্তর মেরুতে ভয়ঙ্কর ঝড় বইছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: এমন ঘটনা জীবনে দু-বার দেখতে পান বিশ্বের কমসংখ্যক মানুষই। ৭০ বছরে একবার পৃথিবীর সবথেকে কাছে আসে বৃহস্পতি। অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষই একবার মাত্র দেখতে পান বৃহস্পতির এই কাছে আসা। এ সপ্তাহেই বৃহস্পতি ও পৃথিবী ৭০ বছরের মধ্যে সবথেকে কাছাকাছি এসেছ। কখন কীভাবে বৃহস্পতি গ্রহকে দেখা যাবে, তা জানিয়েছে নাসা। আকাশ পরিদর্শকরা এ সপ্তাহে বৃহস্পতিকে তার শীর্ষে দেখার অনন্য সুযোগ পাবেন। সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি পথিবীর নিকটতম অবস্থানে এসেছে। নাসা জানিয়েছে, পৃথিবীর দৃষ্টিকোণ থেকে সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায় আর পূর্বদিকে উদিত হয়। কিন্তু পৃথিবী যেমন সূর্যের বিপরীত অবস্থানে যায়, তেমনই বৃহস্পতিও একই অবস্থানে দেখা যায়। তখন গ্রহটিকে স্বাভাবিকের থেকে উজ্জ্বল ও বড় দেখায়।

এভাবেই সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানে আসছে। এটি একটি বিশেষ ঘটনা। এবং এটা শীঘ্রই ঘটতে চলেছে। ৭০ বছরের ব্যবধানে বৃহস্পতি গ্রহ পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ হবে। ফলস্বরূপ পৃথিবী এবং বৃহস্পতি সারা বছর ধরে বিভিন্ন দূরত্বে তাঁদের ঘূর্ণন শেষ করে। কারণ সূর্যের চারপাশে তাদের কক্ষপথ পুরোপুরি গোলাকার নয়। বৃহস্পতি ও পৃথিবীর ঘূর্ণন স্থান মিলে যায় প্রতি ৭০ বছর অন্তর। তখনই দুই গ্রহ কাছাকাছি আসে। পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব হয় ৫৮৪ মিলিয়ন কিলোমিটার। আর পৃথিবী ও বৃহস্পতি সবথেকে বেশি দূরত্ব ৬০০ মিলিয়ন কিলোমিটার। এই অবস্থায় বৃহস্পতিকে পৃথিবীর সবথেকে কাছে দেখা যায় ২৬ সেপ্টেম্বর। ওইদিন সবথেকে উজ্জ্বল দেখায় পৃথিবীকে। নীল পরিসরের কিছু ফিল্টার বৃহস্পতির এই বৈশিষ্ট্যগুলির দৃশ্যমানতা উন্নত করতে পারে। সেই কারণে কোবেলস্কি পরামর্শ দেন অন্ধকার ও মেঘহীন আকাশ থেকে এই দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাবে। ২৬ সেপ্টেম্বরের কয়েকদিন আগে বা কয়েকদিন পরে তা দেখা যেতে পারে স্পষ্টভাবে।

পিএসজিতে 'হারানো ভাই'কে পেয়ে ছন্দে মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের দুই সেরা খেলোয়াড় মেসি ও নেইমার। সমর্থকেরা যতই নিজেদের মধ্যে মারামারি-হানাহানি করুন, মেসি-নেইমার কিন্তু একে অন্যকে ভাবেন ভাই ও বন্ধু।

বার্সেলোনায় প্রথম জুটি গড়েন তারা। অল্প সময়ের মধ্যে ইউরোপীয় ফুটবলে নিজেদের দাপট প্রতিষ্ঠা করে এই জুটি। ২০১৭ সালে নেইমার বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে চলে গেলে মাঠের জুটি ভেঙে যায়। তবে ফাটল ধরেনি মাঠের বাইরের সম্পর্কে। সেই বন্ধুত্ব এখন আরও পোক্ত হয়েছে মেসি পিএসজিতে আসার পর। এর আগে মেসির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নেইমার একবার বলেছিলেন, তাঁরা বন্ধু ও ভাইয়ের মতো। আর মেসি পিএসজিতে এসে তাঁর সেই হারানো 'ভাই'কেই যেন খুঁজে পেয়েছেন! নেইমারের সঙ্গে নিজের সম্পর্কে নিয়ে বলতে গিয়ে মেসি বলেছেন, 'নেইমার ও আমি একে অপরকে হৃদয় দিয়ে জানি। বার্সেলোনায় আমরা একসঙ্গে সময়টা খুব উপভোগ করেছি। তার সঙ্গে বার্সায় সময়টা আরও লম্বা হলে ভালো লাগত।' মেসি বার্সায় থাকতে নেইমারকে ক্যাম্প ন্যুতে ফেরাতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তবে নেইমারের বার্সায় ফেরা না হলেও মেসি ঠিকই পিএসজিতে চলে যান। যেখানে দুজন বেশ সুখে আছেন বলে জানালেন মেসি। তিনি বলেন, 'আমরা প্যারিসে আবার একত্র হয়েছি। একসঙ্গে আমরা বেশ আনন্দে আছি। একসঙ্গে খেলতে ও দিন কাটছে ভালোই।' পিএসজিতে নেইমারের বন্ধুত্বের সঙ্গে কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো সতীর্থও পেয়েছেন মেসি। নেইমার-এমবাপ্পের সম্পর্কে ফাটল ধরার গুঞ্জন বের হলেও তার প্রভাব পড়েনি মেসির ওপর।

ফরাসি তারকাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন মেসি, 'কিলিয়ান (এমবাপ্পে) ভিন্ন ধরনের খেলোয়াড়, সে একজন দানব, যে কিনা ওয়ান অন ওয়ানে খুবই শক্তিশালী। সে জায়গামতো পৌঁছাতে পারে এবং খুবই দ্রুতগতির খেলোয়াড়। পাশপাশি প্রচুর গোলও করতে পারে। এমবাপ্পে একজন পূর্ণ খেলোয়াড়। কয়েক বছর ধরে এটা প্রমাণ করেছে এবং সামনের দিনগুলোতেও করবে। সে সেরাদের একজন।'

কান্নাভেজা চোখে 'বিদায়' টেনিস-সম্রাট ফেডেরারের

কাঁদলেন, কাঁদালেন চির প্রতিদ্বন্দ্বীকেও

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিদায়বেলায় কাঁদলেন ফেডেরার। আবেগ সামলাতে পারলেন না। খেলোয়াড় জীবনের শেষ দিনে শিশুর মতো কেঁদে ভাসালেন রজার ফেডেরার।

কান্নাভেজা চোখ, বুজে এল কণ্ঠ। রজার ফেডেরার কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আজ তিনি সুখী। এই কান্না আসলে আনন্দাশ্রু! লেভার কাপই ছিল ফেডেরারের শেষ টুর্নামেন্ট। বহুদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাফায়েল নাদালকে সঙ্গে নিয়ে নামলেন কোর্টে, খেললেন জীবনের শেষ ম্যাচ। জিততে পারলেন না, কিন্তু অগণিত ত্রীড়ামোদীর হৃদয় জিতে নিলেন। টিম ইউরোপের হয়ে দ্বৈত জুটি হিসেবে নামা ফেডেরার ও নাদাল হেরেছেন টিম ওয়ার্ল্ডের জুটি ফ্রান্সিস তিয়াফো ও জ্যাক সকের কাছে। ৪-৬, ৭-৬ (৭ /২), ১১-৯ গেমের হারে শেষটা রাঙাতে পারেননি ফেডেরার। তাতে টেনিসভক্তদের অতৃপ্তি থাকার কথা নয়। অতৃপ্তি বলে যদি কিছু থেকে থাকে, সেটি ২০টি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী সুইস কিংবদন্তিকে আর কখনও কোর্টে দেখতে না পাওয়ার অনুভূতি। হারের পর বিদায়ী ভাষণে

তা মনে হতেই চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি ফেডেরার। কাঁদলেন শিশুর মতো। পাশে বসে থাকা রাফায়েল নাদালের চোখও ভিজে এল জলে। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা নোভাক জোকোভিচের চোখটা ছলছল করে উঠেছিল।

২০২১ উইম্বলডন কোয়ার্টার ফাইনালের পর চোটের কারণে আর কোর্টে নামতে না পারা ফেডেরার অবসর নিলেন। একটি বার্তা দিয়ে গেলেন, আবারও দেখা হবে, বিশ্বের অন্য কোথাও, আলাদা কোনও টেনিস কোর্টে।

ফেডেরারের শেষ ম্যাচকে টেনিস ইতিহাসেরই অনন্য এক মুহূর্ত মনে করে নাদাল বলেছেন, 'আমাদের এই খেলার ইতিহাসে অনন্য এ মুহূর্তের সঙ্গী হতে পারাটা আমার জন্য বিশেষ সম্মানের। দুজনে একসঙ্গে কত বছর ধরে কত কিছু ভাগ করে নিয়েছি। ফেডেরারের চলে যাওয়া মানে আমার জীবন থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়েরও অবসান ঘটা।'

ফেডেরারের কান্না দেখে গোটা বিশ্ব এক বাক্যে বলে উঠেছেন, যেও না রজার। তোমার মতো কেউ যে আর আসবে না!

এক বছরও টিকল না পাকিস্তানের বিশ্বরেকর্ড এবার চুরমার করল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: একবছরও টিকল না পাকিস্তানের বিশ্বরেকর্ড। তা ভেঙে চুরমার করল টিম ইন্ডিয়া। গত বছরেই বাবার আজমদের দখলে গিয়েছিল যে নজির, এবছর তা ছিনিয়ে নিলেন রোহিত শর্মারা।

হায়দরাবাদে অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টি-২০ ম্যাচে ৬ উইকেটে পরাজিত করে ভারত। চলতি ক্যালেন্ডার বর্ষে অর্থাৎ ২০২২ সালে এটি ভারতের ২১ নম্বর আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ জয়। এক ক্যালেন্ডার বর্ষে কোনও একটি দলের সব থেকে বেশি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ জয়ের বিশ্বরেকর্ড এটি।

এতদিন এই রেকর্ড ছিল পাকিস্তানের নামে। গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে পাকিস্তান ২৯টি টি-২০ ম্যাচে মাঠে নেমে ২০টিতে জয় তুলে নিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রোহিতরা বছরের ২৯ নম্বর টি-২০ ম্যাচে মাঠে নেমে পাকিস্তানের রেকর্ড ভেঙে দেন।

শুধু পাকিস্তানেরই নয়, বরং হায়দরাবাদের জয়ের সুবাদে টিম ইন্ডিয়া জিম্বাবোয়েরও একটি বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দেয়। চলতি বছরে ঘরের মাঠে ভারতের এটি ১০ নম্বর আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ জয়। এক ক্যালেন্ডার বর্ষে ঘরের মাঠে কোনও দলের সব থেকে বেশি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ জয়ের বিশ্বরকর্ড এটি। জিম্বাবোয়ে এবছরই ঘরের মাঠে ৯টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ জিতেছে।

২০২২-এ ভারতের টি-২০ ম্যাচ জয়

- ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়।
- ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়।
- ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র করে।
- আয়ারল্যান্ড সফরে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়।
- ইংল্যান্ড সফরে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়।
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়।
- এশিয়া কাপের গ্রুপ লিগে ২টি ও সুপার ফোরে ১টি ম্যাচ জেতে এবং সুপার ফোরে ২টি ম্যাচ হারে।
- ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়।

ধোনির তৈরি নিয়ম ভেঙে নতুন প্রথা চালু রোহিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এমএস ধোনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে একটি নতুন নিয়ম শুরু করেছিলেন। যখনই টিম ইন্ডিয়া কোনও ট্রফি জিতত তখনই সেই ট্রফিটি দলের সর্বকনিষ্ঠ এবং নতুন খেলোয়াড়ের হাতে তুলে দেওয়া হত। এর পরে টিম ইন্ডিয়া ট্রফি নিয়ে তাদের ফটো সেশন করত। এই কাজটি পরবর্তী সময়ে অধিনায়ক বিরাট কোহলিও করতেন। এরপরে রোহিত শর্মাও এই নিয়মটিকে চালিয়ে যেতেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর ব্যাতিক্রম ঘটল। আসলে, হায়দরাবাদে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই সময়ে দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ট্রফিটি সংগ্রহ করেন এবং দলের সিনিয়র এবং সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় দীনেশ কার্তিকের হাতে তুলে দেন। এভাবেই নতুন কিছু শুরু করেছেন রোহিত। উইকেট-রক্ষক ব্যাটসম্যান দীনেশ কার্তিক হলেন টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের হয়ে অভিষেক হওয়া প্রথম খেলোয়াড়দের একজন, যিনি বর্তমানে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলছেন।

'আমি তোমাদের থেকে বেশি দূরে থাকব না', অবসর নিয়ে বার্তা ঝুলনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের অভিজ্ঞ পেসার ঝুলন গোস্বামী দুই দশকের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ার থেকে অবসর নিয়েছেন। অবসর নিয়েছেন সমস্ত ধরনের ক্রিকেট থেকে। তারপর এক বার্তায় তিনি ভারত এবং বিশ্বের পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড়দের খেলতে অনুপ্রাণিত করেন। ঝুলন গোস্বামী ক্রিকেট কত সুন্দর খেলা সেটাই নিজের লেখার মাধ্যমে জানালেন। আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে সফল হলেন। ৩৯ বছরের ঝুলন গোস্বামী শনিবার নিজের স্বপ্নের কেরিয়ার শেষ করলেন। কারণ ভারতীয় মহিলা দল লর্ডসে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডকে ১৬ রানে পরাজিত করে ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথমবারের মতো সিরিজে ক্লিন সুইপ করেছিল।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করা একটি বিদায়ী বার্তায় ঝুলন লিখেছেন, 'একজন ক্রিকেটার হিসাবে,আমি সবসময়ই সৎ ছিলাম এবং আশা করি যে আমি ভারত এবং বিশ্বে মহিলাদের ক্রিকেটের বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমি আশা করি আমি এই সুন্দর খেলাটি খেলতে পরবর্তী প্রজন্মের মহিলাদের অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছি।'

ঝুলন গোস্বামী আরও লিখেছেন,'প্রতিটি

যাত্রার মতোই আমার ২০ বছরেরও বেশি সময়ের ক্রিকেটিং যাত্রাও আজ সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে শেষ হয়েছে।' ঝুলন গোস্বামী ২০০২ সালে তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু করেন এবং মহিলা ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হিসেবে নিজের নাম খোদাই করেন তিনি। তিনি ১২ টেস্টে ৪৪টি উইকেট,২০৪টি ওয়ানডেতে ২৫৫টি উইকেট এবং ৬৮টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে ৫৬টি উইকেট শিকার করেছেন।

ঝুলন গোস্বামী নিজের বার্তায় লিখেছেন, 'এই যাত্রা আমার জন্য খুবই সন্তোষজনক ছিল। এটা খুব উত্তেজনাপূর্ণ এবং উত্তেজনা পূর্ণ হয়েছে। আমি দুই দশক ধরে ভারতীয় জার্সি পরার এবং আমার সাধ্যমতো দেশকে সেবা করার সম্মান পেয়েছি। ম্যাচের আগে যখনই জাতীয় সঙ্গীত শুনেছি, প্রতিবারই গর্ববোধ করেছি।' ঝুলন গোস্বামী আরও লিখেছেন,'আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে আমার জীবনের ২০ বছরে সতীর্থদের সঙ্গে মাঠের মধ্যে এবং মাঠের বাইরে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। আমি সবসময় ক্রিকেটকে ভালোবাসি এবং এখন যেহেতু পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে অবসর নিচ্ছি, আমি তোমাদের (ক্রিকেট) থেকে বেশি দূরে থাকব না।'

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 7 Issue:45, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111